

ইউনুসকে বড় বার্তা ভারতের

বাংলাদেশ, ২৬ ডিসেম্বরঃ ফের হুম্মছে
বাংলাদেশে। ইনকিলাব মন্ডের
আত্মায়ক ওমান হাদির মুতাহ
কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পদ্মাপারের দেশ
আর এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে
আক্রান্ত হচ্ছে সংখ্যালঘুদের। একের
পর এক হিন্দুকে বুনের ঘটনায়
আতঙ্ক ছড়িয়েছে। হিন্দুদের উপর
‘অবিরাম হিসার’ ঘটনায় উদ্বেগ
প্রকাশ করল ভারত। ইউনুস
প্রশাসনকে ভারত ভারতও দিল
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা
নিশ্চিত করার কথা বলল বিদেশ
মন্ত্রক। ২০২৪ সালের আগস্টে
পূর্ণান্দ্রীয় হয়ে ইন্তকাদ দিয়ে শেষ
হাসিনা দেশ ছাড়ার পর উত্তপ্ত
হয়েছিল বাংলাদেশ। মহম্মদ
ইউসুফের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার
গঠনের পর থেকে হিসার কমে।
সেইসময় আক্রান্ত হয়েছিলেন হিন্দু-
সহ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা। যা
নিশে বাংলাদেশকে কড়া ভারত
দিয়েছিল ভারত। এবারও পরিস্থিতি
একইরকম। ওমান হাদির মুতাহ
পর ফের আক্রান্ত হচ্ছে হিন্দু-সহ
সংখ্যালঘুদের। মহম্মদইংহে দীপু
দাসকে মারধরের পর জীবন্ত পুড়িয়ে
মারত। ওই ঘটনার প্রতিবাদে
ভারতেরও সরব হব মানুষ। সেই
ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই
রাজবাড়ি জেলায় অমৃত মণ্ডল নামে
এক যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়।
নিশে অমৃত মণ্ডল এরফে সম্ভারের
বিকল্পে তোলাবাড়ি ও স্বেচ্ছা
ছড়ানোর অভিযোগ তোলেন
গ্রামবাসীরা। পুলিশের অমুনান, সেই
ক্ষোভ থেকেই হামলা চালানো
হয়েছে সম্ভারের ঘটনা। বাংলাদেশে
সংখ্যালঘুদের উপর ‘অবিরাম হিসার’
ভারতেই এদিন সরব হয় ন্যায়দিল।
দায়িত্বের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র
রাষ্ট্রের জয়সওয়াল বলেন, “হিন্দু
যুবক দীপু দাসের বুনের তীব্র নিন্দা
করছে ভারত।” জয়সওয়ালের
বক্তব্য, “হিন্দু, প্রিন্স, বৌদ্ধ-সহ
সংখ্যালঘুদের উপর বাংলাদেশে
অবিরাম হিসার ঘটনা খেপ্ত
উদ্বেগের। বাংলাদেশে হিন্দু যুবক
খুনের ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা
করছি। জড়িতদের বিচারের
কাঠগড়ায় তোলা হবে বলে আমরা
আশা করি।” বাংলাদেশের ঘটনার
উপর ভারত নজর রাখে বলে তিনি
জানান। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার
গঠনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত
সংখ্যালঘুদের উপর ২ হাজার
৯০০-র বেশি হিসার ঘটনা ঘটেছে
বলে জানান জয়সওয়াল। আগামী
১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ
নির্বাচন। সেই নির্বাচন অবশ্যই অবাধ
ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত বলে মন্তব্য
করেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র।

৩০ ডিসেম্বর
মেগা সভা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬
ডিসেম্বর বছর শেষেই লগ্ন্যভ্যাসে।
তামূল সুপ্রিমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
আগামী ৩০ ডিসেম্বর বাকুদার
বড়জেডায় হচ্ছে সভা বড়জেডা
কলেজ মাঠে। ইতিমধ্যেই জনসভা
প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিন এর
আগে একের পর এক জনসভা ঘেবে
এশাইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের
প্রাশাসন বিশেষজ্ঞ বিবেকজির বিরুদ্ধেও সুর
চালায় মমতা। এদিকে বিধানসভা
কেন্দ্রেই আগে মেলেরকৌ হাতে আর
কেতের মাস। তার আগে এবার
পশ্চিমমণ্ডলে যাচ্ছেন মমতা। বিগত
নির্বাচনগুলিতে এই সব এলাকাতৈই
কটা টকর দিয়েছে পদ্মা শিবিরা। তাই
সেখান থেকে মমতাই কী বার্তা দেন
সেদিকে নজর রাখতেই রাজনৈতিক
মহলে। তবে এই সভার আগের দিন
অর্থাৎ আগামী ২৯ ডিসেম্বর
দুর্গাধারাত নিউটাউনে দুর্গাদুর্গানের
শিলান্যাসও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৯
জুলাইয়ের পক্ষ থেকে দুর্গানির্মাণের
ঘোষণা করেছিলেন মমতা। আগস্ট
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই দুর্গাদুর্গা থেকে
এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হয়।
এবার তাই বাস্তবায়িত হতে চলেছে।
নিউটাউনে দুর্গাদুর্গানের নির্মাণের দায়িত্বে
রয়েছেন হিঙ্গোলা। যার সোরামণ্ডল
হিসাবে রয়েছে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।
২৯ ডিসেম্বর হিঙ্গোলের পক্ষ থেকে
বৈশাখ ৪টের সভায় দুর্গাদুর্গানের
শিলান্যাস করবেন মমতা। নিউটাউনে
ইকোপার্কের কাছে রানুপুক্ষ মিশনের
পার্শে এই দুর্গাদুর্গানের নির্মাণ
হজমার কাজ। বরাদ্দ ২৬.১ কোটি ৯৯
লক্ষ টাকা। শুধু একটি মন্দির নয়,
সুত্রেণে খবার এটি একটি 'দুর্গাপুর্নি'
হবে। যেখানে দুর্গাপুজোর ঐশ্বর্য্য
পৌরাণিক কাহিনী এবং শ্রীকৃষ্ণ
প্রাশ্রিত হবে। কলকাতার কাছে এই
নতুন আকর্ষণ রাজ্য ও দেশের
বর্গোজনের এখানে টেনে আনবে বলে
পদ্মা আশা করা হচ্ছে।

মানবে না হার, মা-মাটি-
মানুষের সরকার আবার

ভোট স্লোগান বেঁধে মোদির 'ষড়যন্ত্র' ফাঁস করলেন অভিষেক

জন্মস্থান প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরের বছর ঘুরলেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। এসআইআরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ চুপচে। এমন অবস্থে ভাষ্করা বৈবেককে দলের নেতা-কমীন্দের সামনে আগামী নির্বাচনের রূপরেখা স্পষ্ট করে দিলেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইঙ্গিত, ২০২৬-ই হবে যুবতরু কড়াইয়ের প্রস্তুতিপর্ব, ২০২৯-এর ভীত গড়ে উঠবে ২০২৬-এ। সম্প্রতি বাল্যায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মন্তব্য টেনে অভিষেকের কটাক্ষ, সভা থেকে বলে গেছেন, ‘বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই।’ এই চার শব্দের মধ্যে অনেক যত্নস্বল্প লুকিয়ে আছে। বাঁচতে চাই মানে, বাঁচতে চাই। আমাদের বরণে তবু, ‘বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি হবে।’ তাঁর দাবি, মোদির কথার মধ্যেই ছিল ‘আত্মসমর্পনের ইশিয়ারি’। ‘বিজেপি’ দিতে যোগ দাও, তা হলে ‘হেহাই নেই।’ এগরপই আত্মবিশ্বাসী সূরে কমীন্দের উদ্দেশ্যে অভিষেকের বার্তা, ‘আক্রমণ হোক, চাপ আসুক - মা-মানী-মানুষের সরকারই জিতবে।’ বৈবেককে মঞ্চেই তিনি কার্যত ছাঁকিশের ভোটার স্লোগান বেঁধে দেন, ‘মানব না হার।’ তাঁর মতী-মানুষের সুখকাম আবার, ‘মানব বজবে’ স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাড়ে চোদ্দ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান, ‘উন্নয়নের পাঁচালি -কেই ছাঁতায় কারে রাজা জুড়ে পৌঁছে দিতে হবে সরকারের কারেণ পঞ্চানুগুণ্ঠ হিসেব। ২০২১-এ ‘বঙ্গবন্ধু কার্ড’ পাশে রাখায়ে যে ‘রিপোর্ট কার্ড’ বেশ হাফেলি, এ বার তার বিস্তৃত রূপ। অভিষেকের দাবি, দেশে ক্ষমতায় থেকেও নিয়মিত ভাবে নিজেই কারেণ হিসেব দেয়, তৃণমূলই একমাত্র দল।

কর্তাকে তিনি আরও অভিযোগ করেন, দু'লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে। বঙ্গনা সঙ্ঘেও বাংলায় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বিজেপি তো এখনও গতবারের



ABHISHEK BANERJEE

কাজে রিপোর্ট কাউন্স প্রকাশ করতে পারেনি। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বস্কীও। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় ব্রাদার বন্ধ থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জন্ম থেকে বর্তমান, সাধারণ মানুষের জন্য যে সব প্রকল্প ও সুবিধা চালু রয়েছে, তা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে। অভিষেকের কথায়, ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ শুধু খতিয়ান নয়, ২০২৬-র আগে গোটা বাংলায় রাজনৈতিক সুর বেঁধে দেওয়ার

বার্তাও। ছাত্রশেখের বিধানসভা
ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে
গিয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দিন
থেকেই আরও তীব্র গতিতে জন-
সংযোগ বাড়াতে মাঠে নামতে
চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।



এসআইআর-ঘিরে চলতি
রাজনৈতিক আবহে সংগঠনের
প্রচারকাজ কতটা সুষ্ঠুভাবে
এগোচ্ছে, তার উপর কড়া
নিজরদারির নির্দেশ দিলেন অভিযেক
বন্দোপাধ্যায়। শুক্রবারের ভূটায়াল
বৈঠক থেকে অভিযেক জানান, প্রতি
বিধানসভা এলাকায় থাকছে তিনটি
বিশেষ তদারকি-টিম। বিধায়ক,
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি,
পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ ব্লকের
গুরুত্বপূর্ণ নেতারা থাকবেন প্রতিটি
দলে। প্রতিটি টিমে থাকবেন ৫-১০

মনে সদস্য। উদ্দেশ্য একটাই, প্রচারের কোনও খামতি না-থাকে। নেতা-কর্মীদের আচরণ নিয়েও এদিন বার্তা দেন অভিয়েক। তাঁর সঙ্গী বক্তৃতা, মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময়ে কোনও ওজ্জ্বলতা নয়।



ব্যবহারেই মানুষের পরিচয়। আপনাদের আচরণে যেন মানুষের মতো বন্দোপাধ্যায়ের লড়াই ও পরিশ্রমকে দেখতে পান। অভিয়েক জানান, ১ জানুয়ারি থেকেই শুরু হবে 'উন্নয়নের পাঁচালি' নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার। প্রায় ১৮০০ জন প্রভাবশালী নাগরিক বা ইনফ্লুয়েন্সারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২০০ জনের কাছে যাবেন মন্ত্রী ও সাংসদরা, বাকিদের কাছে পৌঁছবেন বিষয়ক ও জেলা নেতৃত্ব। রাজ্যজুড়ে গঠিত হয়েছে

চলচ্চিত্রটি। এক মাসের মধ্যেই শেষ
করার লক্ষ্য। এই প্রচারণার
সাফল্য থাকবে, উন্নয়নের পাঁচালি, ১৫
বছরের রিপোর্ট কার্ড, উত্তরীয়, এবং
অন্যতম বন্দোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত
চিঠি। ভোটের আগে দু'দিকেই কাজ
করবে, জানিয়ে অধিকেক বলেন,
“দেড়-দু'মাস একদিকে
প্রসারআইআর-র কাজ, অন্যদিকে
জেলা ভিত্তিক কো-অর্ডিনেটররা
জরিপ রাখলে এই জনসংযোগে
কর্মসূচির উপর আমি নিজে ২
কাজামারি থেকে কর্মসূচি শুরু
করার মারি” রাজনৈতিক বিভাজনের
কথা ভুলে গিয়ে মানুষের কাছে
পৌঁছানোর আদ্যুত জানান তিনি।
বলে, “কেন্দ্রের কাছে আমাদের
ই লক্ষ্য কোটি টাকা পাওনা। সেই
কোটি টাকা না-পেয়েও লক্ষীর ভান্ডার,
রাষ্ট্র, স্বাধীনতা- সব কবলে
প্রগতির পথকে বিজেপি আটকাতে
প্রাণের।” দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বের
কাছে নয়, বাংলার মানুষের কাছেই
জয়যিকার, সাফ
অভিযানের সংযোগ, “২০১১-
এ রাজনৈতিক ভাবে বার্থ হওয়ার
কারণও ১০০ দিনের কারণে টাকা
দেওয়া আদালত বলার পরও তা
দেখা যায়। এই কথাই সবচেয়ে
বলতে হবে।” ভিন্নরাজ্যে
বাংলাদেশের উপর হামলার ঘটনা
নিয়ন্ত্রণে ক্ষেত্র প্রকাশ করেন তিনি।
বলে, “বাংলা ভাষা ও পরিচয়
কারণে আমরা অসুখান করে, তাদের বিপক্ষে
মেরুদণ্ডে সাজা করে তড়ের হতে হবে।”
প্রসারআইআর শুভানির প্রসঙ্গে
সবচেয়ে জরি করে নির্দেশ, কারণ
নিয়ন্ত্রণ বাধা গেলে সবারই শুভানির
নিয়ন্ত্রণ যাবে। যোগ্য ভোটারের
একটি নামও বের বাদ না পড়ে।
শেষে সংগঠনের প্রতি কঠোর বার্তা,
“এটা যুদ্ধের সময়। এক মিনিট
নিয়ন্ত্রণ হলেই বিরোধীরা আক্রমণ
করবে। তাই কোনও ঢিলেমি নয়।”

‘এই লড়াই শেষ লড়াই’ মারণ কামড়ের বার্তা শমীকের?

নাজদ প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬
উদ্দেশ্যের: নির্ধণ্ত বাষণা হয়নি।
তবে বাংলায় বাঙে ভোটের উপাণ।
ই আনহে দলের নাজ-কর্মীদে
৬৮ বার্তা দিলেন রাজা বিজেপির
সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। একুশের
ভাটে রাজ্যে পরিবর্তনে স্বপ্ন
বাণ্যবায়িত করতে গেলেন গেক্ষা
বায়ার। এবার শমীক বুধিয়ে দিলেন,
এটাই শেষ লড়াই। কেনে একথা
দিলেন তিনি? তারও ব্যাখ্যা
দিলেন রাজা বিজেপির সভাপতি।
ততকাল দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী
১৯১২ত অটলবাহাদুর বাজপেয়ৈ
১০১ত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে
আনান্যল লাইব্রেরিতে স্মরণ দিবস

[illegible]

নাম করে বিজেপা সেখানে শমীক
হাডাও ছিলেন রাজ্য বিজেপির দুই
প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মন্থদার
সহকারী সিনিয়র সিএনই।
বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সুনী
মুখার্জীও ছিলেন মধ্যে। আর সেই
মধ্য থেকে দলের নেতা-কর্মীদের
হাফিশের নির্বাচনে মাঁপিয়ে পড়ার
বার্তা পিছনে রাজ্য বিজেপির
সভাপতি দিলো। হাকিমের নির্বাচনে
তৃণমূল হারবে বলে মন্তব্য করে
শমীক বলেন, “২০২৬ সালে
শ্যামাঙ্গাদায় মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে
উড়ানবিহারী বাজপেয়ীর সরকার
প্রতিষ্ঠা হবে তাঁর জন্মশতবর্ষে। এবং
প্রতিষ্ঠা হবে। তৃণমূল কংগ্রেসে চল
নাচ্ছে। যাবে। তাকে কেউ রাখতে
পারবে না। যদি এই মুহূর্তে
এসআইআর বন্ধ করে দেওয়া হয়।
যদি এই মুহূর্তে ইডি, সিবিআইয়ের
বন্ধকতো তালী লাগিয়ে দেওয়া হয়
যদি এই মুহূর্তে বলে দেওয়া যায়,
আর কোনও মোটিফ পাঠাবে না।
তারপরও তৃণমূল পরে।” তৃণমূল
হারাবে বলে মন্তব্য করে নেতা-
কর্মীদের সতর্ক করে বিজেপির রাজ্য
সভাপতি বলেন, “কিন্তু, আপনারা
খাবার সময় নয় এটা। আজকে বৈশি
এসআইআরে আপনারদের অংশগ্রহণ

বলেই হিঙ্কন তেঁরের নির্বাচন। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পুরোকারা খেঁচের নির্বাচন। এই নির্বাচন জঙ্গলরাজকে উৎখাত করে পুরো নির্বাচন।” এখানেই না থেমে তিনি বলেন, “প্রত্যেকেই জানেন, টিকিট পাই না পাই, আমি মারা গ্যাওয়ায় পর যেন বিজেপির পতাকা আমার উপর থাকে। নতুন করে নির্বাচন কিছু নেই। এই নির্বাচন আমাদের জিততে হবে। গণতন্ত্রে রাজ্যটাটাই শেষ কথা। এখন মানুষ বিজয়চিহ্ন চাইছে। আমরা অনেক দিন কাটিয়েছি। এবং হারব জেনেই কাটিয়েছি। কিন্তু, আজ আমরা জিততে এসেছি। কারণ এই লড়াই শেষ হল।” না হলে আর আমরা ‘শিপি’ করতে পারব না।” নিজের ভক্তব্যে সিপিএম-কেও আক্রমণ করেন শমীক। তিনি বলেন, “১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা ভাগের প্রস্তাবে পক্ষপাতি ভোট দেওয়া রামেন্দ্রের জ্যোতি বসু আর তখনলাল বর্মণ। তেতেরে ভোট দেলেন। আর বাইরে বেরিয়ে এসে লস্করন, বাংলাকে ভাগ করল কে। গ্যাংমাপ্রসাদ আবার কে। এটাই আমাদের পক্ষীদের চরিত্র। এভাবেই এরা গোঁড়ানীচের রাজনীতি চালিয়ে গিয়েছে। এই মিথ্যাচারের জবাব দেওয়ার সময় এসেছে।”

ইআরও-দের মতামত এড়িয়ে খসড়া তালিকা থেকে নাম ছাটাই!

সিইও-কে চিঠি উদ্ভিগ্ন
ডব্লুবিসিরএস সংগঠনের

[illegible]

করে সেই আইনি প্রক্রিয়া মানা থাকবে না বলেই অভিযোগ। সংগঠনের অংশদ্বারা, এইভাবে বৃহৎ পরিসরে সিস্টেম-চালিত 'ছাটাই' হলেও, তারা নিজেদের শেষ পর্যন্ত পড়বে আরও-য়ের কাছাকাছি। কারণ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণেই আইন আরও-য়ের স্বাক্ষর লাগবে। অর্থাৎ নানা বাদ দেওয়ার পটভূমিতে তাদের কাছাকাছি কোনও ভূমিকা থাকছে না। সাধারণ মানুষের আইন বিষয়টি না বুঝে সরাসরি ভোটারে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, বহু ভোটারের নামভ্রমশেণ প্রক্রিয়ার সময় অনূপস্থিত থাকলেও তাঁরা আইনত ভোটারস্বাধী হতে পারেন। কিন্তু সেই সুযোগ ব্যবহার করে নানা বাদ দেওয়া হয়েছে। তা ভোটারদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়াক্রিকে মুখ্য নির্বাচনী পরিদপ্তরে মুখ্য নির্বাচনী পরিদপ্তরে দ্রুতবিসিএস অফিসারের মাধ্যমে সিস্টেমেশন, যাতে সম্পূর্ণ নির্দেশিকা জারি করা হয় এবং আইন আরও-রা তাদের আইনি ক্ষমতা না হারাতে পারেন।

গান্ধি অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

সংগঠনের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের অধীনে থেকেও আইনসম্মত প্রক্রিয়া প্রচলিত রাখাই গণতন্ত্রের স্বার্থে অপরিসর্য।

বাংলাদেশে দীপু দাস খুনের প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ,
ধৃত ১২ জনের জামিন মঞ্জুর আলিপুর আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ
বাংলাদেশে দীপু হত্যার প্রতিবাদে৷র আঁচ
কলকাতাতেও। তত্ত্ব শহর। ঘন্টার প্রতিবাদ
করতে গিয়ে ১২ জনকে ফ্রেফতার করেছিল
পুলিশ। ধৃত ১২ জন বিক্ষোভকারীর জামিন
মুদ্রণ করল আলিপুর আদালত। তিন হাজার
টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন
মুদ্রণ করেছে আদালত। মোট ১১ জনকে
ফ্রেফতার করা হয়েছিল। ৭ জনের জামিন
আগেই হয়েছিল। এবার ১২ জনের জামিন
মুদ্রণ করল আদালত। দম্ভস্বার বেকবাজি
বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনার অফিসের
সামনে চলে তীব্র বিক্ষোভ। আন্দোলন হ্রস্বভ

করতে লাগিচায় করে পুলিশ। পুলিশের দিকে
করুণপূতল পুজিয়ে ছুড়ে মারার অভিযোগ এটে।
তাগুণেই আট জন পুলিশ কবী জখম হোগ। এঁই
ঘণিয়ান মোট ১৯ জন প্রফতকার কাজ হয়েছিল।
বুদবার তাঁদের তোলা আলিপুর আদালতে।
সেখানেই মোট ১২ জন পুরুষ অভিযুক্তকে
দুই দিনের জেল ফেলজতে পাঠানোর নির্দেশ
দেন বিচারকা স্তম্ভকার ১২ জনকে আদালতে
পেশ করা হয়। এদিন আদালতে পুলিশের
তফস থেকে ১২ জনের ১২ দিনের পুলিশ
অহাজাজত চাওয়া হয়। পুলিশের দাবি, বুতদের
সহজাজতিক যোগ আছে কিনা জানিবে দেখা
হবে। সরকারি আইনজীবী আদালতে জানান,

তদন্তে ১১ জন সাক্ষীর বয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। পুলিশকে পেটোনা হয়েছে। ইনজুরি রিপোর্ট রয়েছে। তার বক্তব্য, বয়ান বিক্ষোভ দেখিয়েছে তাদের উদ্দেশ্য খোঁা দরকার। এই ঘটনার পর একই সংগঠন আবার বিক্ষোভ দেখাবে। আবার অশান্তি হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে। তদন্ত সহযোগিতা করা না। সাক্ষারি আইনজীবীর বক্তব্য, “হাই কমিশনে গিয়ে অন্য ঘটনা ঘটিয়ে অন্য মামলা দিয়ে চাইছে। এমন পরিস্থিতি কয়েকটা মনে হবে আরম্ভ হাই কমিশনে চিরাগতভাবে দিতে পারছি না। পুলিশকে এমনভাবে মারা হয়েছে, যে হাসপাতাল থেকে

হাড়া পেলেও ডাক্তার বলছে এখন কাজে যোগ দেওয়া যাবে না।" সমস্যাটির আইনজীবীর বক্তব্য, "হাই স্কলারের বাইরে গাড়ি চাড়াওচ্ছে, কৃষিপুত্র পড়িয়ে পুলিশের দিকে ছুড়ে মেরেছে। সেদিন একই ঘটনা হই।" একশিশুর ভিতরে করতে পারতো। আজও একই ঘটনা ঘটানোর জন্য একই সংগঠন কর্মসূচি করতে নেমেছে।" তখন আলাপের অভিযুক্তদের তরফে আইনজীবী সওয়াল করেন, খুনের স্টোর ধারা যুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তার প্রেক্ষিতে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। তার প্রশ্ন, দুদিনের তদন্তে খুনের স্টোর কি প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ?

সিইও-কে
ডব্লুবিসিরএম
নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬
ডিসেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে চলতি বিশেষ
নিরীড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় খসড়া
ভোটের তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক
ভোটারের নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা
সিস্টেম-ড্রিভেন পদ্ধতিতে বাদ

টচি উদ্বিগ্ন
সংগঠনের



বিজেপির পানো তৃণমূলে, তৃণমূলের তাপস বিজেপিতে!
গড়াগড়ি খেল বরাহনগরের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ
ভাটের আগেই পেলা শুরু তৃণমূলকে। বিজেপি
ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে চলে এলেন অভিনেত্রী
পানো মিত্র। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে
বরাহনগরে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন পানো
সেইবার বরাহনগরে তৃণমূলকে প্রার্থী ছিলেন
তাপস বার। তাপসের কাছে হারলে হুয়েছিল
পানোকো। সেই তাপস বার যদিও এখন
বিজেপিতে। কিন্তু পানো চলে এলেন তৃণমূলে।
তা নিয়েই চর্চা রাজনৈতিক আন্ডিনায়। এদিন
মন্ত্রী চিন্তা ভাটেরাও হাত ধরে শাসকদের
যোগদান করেন পানো। তা নিয়ে শোঁচা দিতে
যদিও হুয়েছে না বিপেত্রীয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায়
তাপ দেগেছেন নিপিত্রের নেত্রী দিল্লিতা ধরা।
অন্যদিকে নেতাদের দরদরলে যেন কিছুই বুঝে
উঠতে পারছেন বরাহনগরের বাসিন্দা। বার
ভোট কাওয়া গেলে তা ভেবেই এখন চর্চা।
এলাকার নেত্রীজেনদের দেওয়ালে। নাম
প্রকাশেই অনিচ্ছুক বরাহনগরের বাজার
এলাকার এক বাসিন্দা বলছেন, “কী আর
বলব। ফুলগুণ্ডো। তাও এখন ভুলভুলিয়ায়
মন হচ্ছে। কানো ভোট কাওয়া চলে যাচ্ছে
ধরবেই পাখি নার।” অন্যদিকে বরাহনগরের
আলমবাজারের এক এক যুবক বলছেন,



“তাপস রায়ের রাজনীতির প্রজ্ঞা দীর্ঘদিনের, কিন্তু পানো মিত্রের মতো অভিনেত্রীকে নিয়ে তৃণমূলের কী লাভ হল বুঝতেই পারছি না।”

তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বরাহনগর স্টেশন চত্বরের এক বাসিন্দা বলছেন, “দিনের শেষে কে কোন ফুলে চলে যাবে ধরতেই পারবেন না। আসলে আমাদের ভোট নিয়ে ছেলেখেলা



সেইসময়ই আবার বিধানসভা নিয়ান। তানি পানোর দলবদলের পর তার ভোটে দাঁড়ানে। পানোর ঙ্জননা তুঙ্গে। পানো যদিও বলছেন, “এটা তো আমার হাতে নেই। আগেরবারও ছিল না। এটা দল ঠিক করবে। ম্যাডাম, আমি সন্দেহ না ঠিক করবেন, অভিযেক সন্দেহোপাধ্যায় ঠিক করবেন। আর তা ছাড়া এটার জন্য আমি মুখিয়েও নেই। আমাকে যা ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হবে আমি সেটা পালন করব।”

পানোর জন্য প্রস্তত রয়েছি। আমি শুধু কাজ করবত চাই।” অন্যদিকে এখন পানোর দলবদল নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়ছেন না। বিজেপির নেতা তাপস রায়ও তাঁর কাছেই আগের ভোটে পদ্ধি চিহ্নে দাঁড়িয়ে হারতে হয়েছিলে। পানোকে তাপস বলছেন, “আমার মনে হচ্ছে আবার কোনও উৎসর্গীকৃত তৃণমূল কর্তার সর্বনাশ হল। দলটা তো আস্তে আস্তে প্রাক্তন অভিনেতা-অভিনেত্রী, যারা আর সিনেমায় কাজ পায় না তাদের দল হয়ে নাঁড়াচ্ছে।” এখানেই না থেমে পানোর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাপস আরও বলছেন, “বিজেপিতে যোগদান ভুল করেছিল এটা ভাবতে ওর ও বছর গেলে গেলে। ভাবতেই অবাক লাগে।”

হে ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ করা হচ্ছে মৃত্যু, অসুস্থতা, অনুপস্থিতি বা সংশ্লিষ্ট এন্ট্রির ভুলে কারণ দেখিয়ে, অথচ সংশ্লিষ্ট ভোটারের অনুমারশন ফর্ম ফেরত ন গ্রহণ ও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর ফলে যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ডব্লিউবিসিএস প্রাধিকারিকদের বক্তব্যে, অধিরূপস্টেশন অফ দ্য পিপেল গ্যাথ্রি, ১৯৫০ এবং ইলেকটোরাল রিজিস্ট্রেশন অফ ইলেকটরস রুল, ১৯৬০ অনুযায়ী কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্টব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। বিশেষ করে আইন অনুযায়ী, কেউ আর সংশ্লিষ্ট অনুমারশনভা কেমেন্ট ‘অর্ডারনিং রিসিভেন্ট’ না থাকলে বা ভোটার ভোটার যোগ্যতা হারাতে তবধিই বাদ দেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আরও-কে জুডিশিয়াল প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু বর্তমান

পালেই। অথচ নাম বাদ দেওয়ার
সপক্ষেও তাদের কার্যত কোনও
চুক্তিমালা থাকছে না। সাধারণ মানুষ
এই বিষয়টি না বুঝে সরাসরি
অসহ্য ও কেঁদে দায়ী করবেন বলেও
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে
স্বাভাবিক ভাষা হয়েছে, বড় ভোটার
এনুমারেশন প্রক্রিয়ার সময়
অনুপস্থিত থাকলেও তারা অসহ্য
ব্যবস্থায় হতে পারেন। কিন্তু সেই সুযোগ
ব্যবহার করেই নাম বাদ দেওয়া
হলে তা ভোটারদের মৌলিক
অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই
প্রক্রিয়াতে মুখ্য নির্বাচনী
আধিকারিকের কাছে আবেদন
জমা নিয়েছে ডব্লিউসিএস অফিসার্স
অ্যাসোসিয়েশন, যাতে স্পষ্ট
নির্দেশিকা জারি করা হয় এবং
অসহ্য ও-রা তাঁদের আইনি ক্ষমতা
নিয়েই অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।
অসহ্যদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের
অধীনে থেকেও অসহ্যসম্মত প্রক্রিয়া
জারি রাখাই আইনতন্ত্রের স্বার্থে
অপরিসর্য।

কলকাতা প্রাণী পালন উৎসবের দ্বিতীয় দিনে

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী : পূর্বস্থলী ১ র্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাসদহ বিলের পাড়ে খাল-বিল-চুনো মাছ, পিঠে পুলি ও প্রাণী পালন উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হলো প্রাণী পালন উৎসব। চকরাহাতপুর এলাকায় আয়োজিত এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলার অধিকর্তা সুকুমার চ্যাট্টাও, নীদারী জেলার প্রাবিসম্পদ দপ্তরের উপ-অধিকর্তা দেবাশীষ জানা, প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ওএসডি শ্যামাল সরকার, পূর্বস্থলী ১ র্লকের প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক গুরুপদ মান্তি সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানে প্রাণী পালন ও মস্যাচাষের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তার বক্তব্যে বলেন, প্রাণীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে প্রাণী পালন ও মস্যাচাষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার-স্টুডেন্ট কমিটিতে আলোচনা, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের হস্তক্ষেপ

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ হিজাব বিতর্কের পরবর্তী পর্যায়ে নতুন আলোচনা শুরু। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে গত সোমবারের ঘটনা নিয়ে যখন তীব্র প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, তখন এই বিষয়টি মেটাতে ভার্চুয়ালি বৈঠকে বসেন বিভাগের শিক্ষকরা। ২৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ছুটির দিনেও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপকরা আলোচনার জন্য একত্রিত হন। তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেন, ঘটনাটি ভুল বোঝাবুঝির ফলস্বরূপ ঘটেছে। তারা জানান, ইংরেজি বিভাগে বহু বছর ধরে সব ধর্ম ও বর্ণের ছাত্র-ছাত্রীরা একসঙ্গে পাশাশনা করছে এবং কখনও কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি। তবে, অধ্যাপকদের এই আলোচনায় এক বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অস্বাভিত এবং আরও সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিষয়টি দেখা উচিত ছিল। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সেই দুই

মহানগরের খবরহেস্টিংস মোড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মুরগিবোঝাই লরি গাড়িতে ধাক্কা, গুরতর জখম যুবক

চিত্তজিৎ দত্ত, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ কলকাতার হেস্টিংস মোড়ে ঘটে গেল ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনা, যেখানে একটি মুরগিবোঝাই লরি ব্যক্তিগত গাড়িতে ধাক্কা মেরে তখনছ করে দেয়। এই দুর্ঘটনায় গাড়ির এক আরোহী গুরুতর জখম হন এবং তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। ঘটনাটি ঘটে সেই সময়, যখন মেট্রাবুরুজ থেকে বিদিরপুরের দিকে চলাছিল একটি ব্যক্তিগত গাড়ি, যাতে একই পরিবারের চার সদস্য ছিলেন। উল্টো দিক থেকে একটি মুরগিবোঝাই লরি আসছিল। হেস্টিংস মোড়ের কাছে আমকা লরিটির চালক ট্রাফিক বিধি না মেনে বাঁ দিকে না গিয়ে ডানদিকে চলে যায় এবং গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। এতে গাড়ির সামনের অংশটি প্রায় খেঁতলে যায়। গাড়ির পিছনের

আসনে থাকা ২৭ বছর বয়সী যুবক বিকাশ মাহাতো গুরুতর জখম হন। তাঁর মাথায বেশ বা। আঘাত লাগে, এবং তা থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার পর পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গাড়ির চালকের তেমন টোট লাগেনি। কারণ, গাড়ির এয়ারব্যাগ খুলে যাওয়ায় তার প্রাণ বাঁচে। তবে গাড়ির আরোহী যুবক বিকাশের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলে জানা গেছে। তাকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। এদিকে, লরি চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তবে দুর্ঘটনাস্থলের কাছের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে, পুলিশের সন্দেহ, লরি চালক অস্বাভাবিকভাবে চালাচ্ছিলেন-তিনি মদ্যপ ছিলেন কি না, নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিংবা লরির গতি ছিল অস্বাভাবিক। সে বিষয়েও তদন্ত চলছে। পুলিশকে সাহায্য করার

জন্য স্থানীয়রা তাদের তথ্য সরবরাহ করতে শুরু করেছে। পুলিশের জানিয়েছেন, মুরগিবোঝাই লরিটি বাজোয়া করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে তদন্ত চলছে। তারা জানায়, দুর্ঘটনার পরে লরি চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উঠতে পারে। সেই সঙ্গে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ট্রাফিক বিধির লঙ্ঘন এবং অন্য যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, হেস্টিংস মোড় এলাকায় নিয়মিতভাবে যানবাহন চালকদের মধ্যে ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘন করা হয় এবং এখানে সিগন্যালের প্রতি অনেকেই উপেক্ষা করে চলেন, ফলে এমন দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। তারা আরও দাবি করেছেন, পুলিশ যেন দুর্ঘটনাস্থলে আরও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এই

ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। পুলিশ দুর্ঘটনার বিষয়ে আরও তদন্ত করতে চাইছে, এবং সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এই ঘটনায় অভিযুক্ত লরি চালককে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের অনুমান, চালক মদ্যপ ছিলেন কিংবা অতিরিক্ত গতিতে গাি।চালানোর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া, দুর্ঘটনার সময় লরির গতির বেশি ছিল কি না, এবং চালকের অতিরিক্ত দ্রুত চালানোর কারণে গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ হারানো হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এই দুর্ঘটনা কলকাতার অন্যান্য সাক দুর্ঘটনার মধ্যে নতুন একটি অধ্যায় যোগ করেছে, যেখানে সঠিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং যানবাহন চালনার বিষয়ে আরও সতর্কতার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। পুলিশের তদন্ত প্রায়শ পাশাপাশি, স্থানীয় জনগণও আশা করছেন যে, শিগিরিই এই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীকে প্রেপ্তার করা হবে এবং তাদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে।

হরিদেবপুরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক চালকের

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.):ঃ এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক চালক এক যুবকের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে হরিদেবপুর থানা এলাকার জুলপিয়া রোডে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত বাইক চালক তথা ওই যুবকের নাম ইমানুল ঘোষ (২৭)। তিনি রিজেন্ট পার্ক থানার পূর্ব পুঁটিয়ারির বাসিন্দা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইমানুলের বাইক ফুটপাথে উঠে একটি বন্ধ দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়ে। গুরুতর আহত ইমানুলকে এর আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি দুর্ঘটনা কাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক

সঙ্গেদখশালি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.):ঃ সন্দেহখালির বয়ারমারিতে তৃণমূল নেতা ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি দুর্ঘটনায় রফিকুল পুরকাইত নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করল ন্যাজিট থানার পুলিশ। এই নিয়ে মোট ছ’জন গ্রেফতার হল। বৃহস্পতিবার রাতে হাটোয়ার কুলটি এলাকা থেকে রফিকুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রথম থেকেই পুলিশের সদস্যদের তালিকায় ছিল রফিকুল। শেখ শাহজাহানের মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের ছোট ছেলে এই দুর্ঘটনায় মারা যান। ভোলানাথ এই দুর্ঘটনাকে পরিকল্পিত ভাবে সূনের চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেন। এই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত আলিম মোল্লাকে ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গঙ্গাসাগরে পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু



আসম গঙ্গাসাগর মেলায় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার গঙ্গাসাগরে পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। এদিন কাচুবেড়িয়া সহ মেলায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যট ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। পরে কলিমুনির অশ্রমে পুজো দিয়ে মেলা প্রাঙ্গণ ও দমকল বিভাগের পরিকাঠামো, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন। এবছর মেলায় মোট ১৮টি অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি থাকবে ৭৫টি ফায়ার ফাইটিং বাহিক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সু দ্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বর্ধিম হাজরা, জেলা সভাপতিতী নীলিমা মিস্ত্রি, সহ-সভাপতিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

১২-র ঘরে কলকাতার পারদ, মরসুমের শীতলতম দিন! দার্জিলিঙে ৫.৪ ডিগ্রি

কলকাতা ও রাজ্যদুড়ে জাকিয়ে শীত। বড়দিনে কলকাতার তাপমাত্রা নেমেছিল ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তার পরের দিনেই আরও এক ধাপ নেমে শুক্রবার শহরের পারদ ঢুকে

পড়ল ১২-র ঘরে। ভোরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস-স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ১.৬ ডিগ্রি কম। এর ফলে চলতি শীতের মরসুমে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ঠান্ডা দিনের তকমা পেল শুক্রবার। উত্তরে হাওয়ার দাপটে শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া

দফতরের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ওঠেনি, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৪ ডিগ্রিরও বেশি কম। শুক্রবার শহরের আকাশ ছিল পরিষ্কার ও মেঘমুক্ত। তবে ভোরের দিকে একাধিক এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা গিয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সকালের দিকে কুয়াশার প্রভাব থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শীত আরও একটু বাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামী দু’দিনে রাতের তাপমাত্রা আরও ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তার পরের তিন দিন তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ, আপাতত জাকিয়ে শীতের হাত থেকে রেহাই মিলছে না। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হবে না বলেই পূর্বাভাস। রাজ্যের সবত্রই কুয়াশা নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর। দক্ষিণবঙ্গে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে



৯৯৯ মিটার থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত। তবে উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি আরও বেশি উদ্বেগজনক। সেখানে ঘন কুয়াশার সঙ্গে তীব্র ঠান্ডার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুরে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ১৯৯ মিটার থেকে কমে ৫০ মিটার পর্যন্ত নেমে আসতে পারে। কোচবিহারের অবস্থা সবচেয়ে গুরুতর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকেই সেখানে কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কার্যত শূন্যে নেমে আসে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী তিন দিন কোচবিহারে প্রবল ঠান্ডার পরিস্থিতি বজায় থাকবে। সেই কারণে জেলায় ‘ সতর্কতা’ জারি করা হয়েছে। প্রশাসনকেও প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে। তাপমাত্রার নিরিখে শুক্রবার রাজ্যের শীতের লড়াইয়ে ‘ বয়’ নিঃসন্দেহে দার্জিলিং। পাহাড়ি শহর দার্জিলিঙে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে মাত্র ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তবে চমক দিয়েছে দ্বিতীয় স্থানের দখল। উত্তরবঙ্গ নয়, বরং বীরভূমের শ্রীনিকেতন ঠান্ডার তালিকায় ‘

হয়েছে। সেখানে শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাত্র ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার তাপমাত্রাও উল্লেখযোগ্যভাবে নেমেছে। বর্ধমানে পারদ ছিল ৮.৮ ডিগ্রি, কল্যাণীতে ৯ ডিগ্রি, সিউড়িতে ৯ ডিগ্রি, মৌকিডায় ৯.২ ডিগ্রি, পুর্কলিয়ায় ১০ ডিগ্রি। শিল্লাঙ্গার আসানসোলে তাপমাত্রা ছিল ১০.২ ডিগ্রি, পানাগড়ে ১০.৬ ডিগ্রি এবং ব্যারাকপুরে ১০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বসিরহাটে পারদ নেমেছে ১১.৫ ডিগ্রি, ক্যানিং ও বহরমপুরে ১১ ডিগ্রি করে। মেদিনীপুরে ১১.১ ডিগ্রি, দিঘায় ১১.৬ ডিগ্রি এবং উলুবেড়িয়ায় ১১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। কলকাতার দমায়ন্ত তাপমাত্রা ছিল ১২.২ ডিগ্রি, কাঁথিতে ১২ ডিগ্রি এবং বর্ল্ডুলেকে ১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জায়গাতেও ঠান্ডার দাপট স্পষ্ট। আলিপুরদুয়ারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কালিম্পঙে পারদ নেমেছে ১০.৬ ডিগ্রি, রায়গঞ্জে ১০ ডিগ্রি এবং কোচবিহারে ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অস্থায়ী সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ মধ্যে শুভেন্দু অধিকারী

সুমন আদক,হাওড়া, ২৬ ডিসেম্বর ঃ অস্থায়ী সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ মধ্যে শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন থেকে টিল ছোঁড়া দূরত্বে মন্দিরতলা বাসস্ত্যাস্তের কাছে সিভিল ডিফেন্স ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের অস্থায়ী কর্মীদের অবস্থান-বিক্ষোভের অস্তিম দিনে শুক্রবার মঞ্চে উপস্থিত হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওই অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে শুভেন্দু বলেন, আপনি আইপ্যাক এর লোকদেরকে কাজ দিচ্ছেন। আর যাদের স্কিল আছে তাদের কাজ দিচ্ছেন না। বৃষ্টি থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই কাজ করছেন। অথচ এদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। এদের দাবি মানা হচ্ছেনা। আপনি কথায় কথায় পাটিঁর কাডারদের অস্থায়ী হোমগার্ড হিসেবে নিয়োগ করছেন। যাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, গঙ্গাসাগর মেলায় বা দলীয় অনুষ্ঠানের জন্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনকারীরা কাজ চাইছেন। আগে এদের রেগুলারাইজ করুন। এদের দাবি কাজে স্থায়ীত্বকরণ করা, প্রতিভেন্ট ফান্ড এবং মেডিক্রের ব্যবস্থা করা। আইপ্যাকের লোকদের যখন তখন বালা সহায়তা কেন্দ্রে নেওয়া হচ্ছে। আইপ্যাকের মাধ্যমে ১০ হাজার লোক নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু যারা দক্ষ তাদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না। এদের নিয়ে কেন এন্ডিভিআরএফ তৈরি করা হচ্ছে না? এদের আগে নামালে মৃত্যুর সংখ্যা কমতো। কিন্তু উনি করবেন

না। কিছুদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীভাণ্ডারে ভাতা বাড়ানেন। এই ভাতা দিয়ে ভাতের অসুবিধা পার করবেন। সরকারের যে এই কুছপরোয়া আচরণ অর্থাৎ যা হচ্ছে



হোক। ভোটো জিতবা। পুলিশকে দিয়ে পিটিয়ে তুলে দেবা। এই আচরণ গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। সরকার ফর দ্য পিপল বাই দ্য পিপল অফ দ্য পিপল তুলে দিয়ে ফর দ্য পাটিঁ অফ দ্য পাটিঁ বাই দ্য পাটিঁ করছে। এতে সকলেই ভুগছেন। প্রসঙ্গত গ্রেপ্ট বন্দল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ফাইটার অ্যাসেসিয়েশন এর আহ্বানে সিভিল ডিফেন্স, আপদমিত্র বঞ্চিত বিপর্যয় যোদ্ধাদের মাসে ৬০ দিনের কাজ সহ ৬০ বছরের স্থায়ীকরণের দাবিতে নবাবের সম্মুখে মন্দিরতলা বাসস্ত্যাত্তে অবস্থান করেছিলেন। শুরুর দিকে গত সোমবার থেকে। এদিন ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ শুক্রবার ছিল তার দিন। এদিন আন্দোলনকারী সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্য সম্পাদক প্রসেনজিৎ

আগেও আমরা বিকাশ ভবনে কথা বলেছিলাম। আমাদের দাবির কথা শুনে তিনি জানিয়েছেন, আমাদের এই দাবি নায়সঙ্গত। এটা খুব দ্রুত কার্যকর হওয়ার চেষ্টা চলছে। এতখ্যা তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা জানিয়ে এসেছি, আগামী ভোটে ডিক্রেমার হওয়ার আগে যদি আমাদের এই দাবি পূরণ না হয় তাহলে আমরা আবার আসব। এবং প্রয়োজনে অমিদিষ্টকালের জন্য ধর্মীয় বসবে। আজকে আমাদের মধ্যে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এসেছিলেন। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, ওনার দল যদি রাজ্যের ক্ষমতায় আসে তাহলে উনি আগামী দিন আমাদের দাবি সম্পূর্ণরূপে মেনে নেবেন। উনি কথা দিয়ে গেলে আমাদের যে বিশ্বাসনভা অধিবেশন রয়েছে সেখানে আমাদের বিষয়টা তুলে ধরেনো।

দিলীপ ঘোষকে কলসেন্টারের মাধ্যমে আমন্ত্রণ, বঙ্গ বিজেপির ভিতরে ফাটল বাড়ছে!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ বিজেপির প্রবীণ নেতা এবং বাংলায় দলের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা দিলীপ ঘোষকে দলের পুনর্মিলন উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি নেতাদের মাধ্যমে, বরং কলসেন্টারের মাধ্যমে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই ঘটনা দলের অন্দররেই এক নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, এবং বিজেপির ভিতরে গোষ্ঠীকোন্দল আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। দিলীপ ঘোষের এই অভিমান দলের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের নতুন ইঙ্গিত হিসেবে দেখা যাচ্ছে। গত ২৫ ডিসেম্বর, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমাদিন উপলক্ষে ন্যাশনাল লাইব্রেরির অডিটোরিয়ামে বঙ্গ বিজেপির পুরনো নেতাদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ২০২১ সালের নির্বাচনে প্রার্থী থাকা নেতাদের, আগের রাজ্য কমিটির পদাধিকারীদের এবং প্রাক্তন জেলা সভাপতিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া, কেন্দ্রীয় নেতা সুবীল বনসাল, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিজেপীর দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই পুনর্মিলন উৎসব মূলত বঙ্গ বিজেপির

নেতৃত্বের নতুন কৌশল হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যেখানে দলের পুরনো নেতাদের ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সক্রিয় করার চেষ্টা চলছে। দলের নতুন নেতৃত্ব বনসাল ও শমীকের উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে বর্ধমান দুর্গাপুর এবং কলকাতা শহরের প্রাক্তন নেতাদের পুরনায় একত্রিত করা এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলের শক্তি বৃদ্ধি করা ছিল লক্ষ্য। তবে, এই উসবে বড় একটি অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটে-দলীয় নেতা দিলীপ ঘোষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি যথাযথভাবে। অভিযোগ, তারেক ফোন করের মাধ্যমে নয়, বরং কলসেন্টার থেকে দিলীপ ঘোষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফোন পেয়ে দিলীপ ঘোষের মধ্যে এক ধরনের অভিমান তৈরি হয় এবং তিনি সেই অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকেন। অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে, দিলীপ ঘোষ সিদ্ধুরে নিজের কর্মসূচিতে যোগ নেন। দিলীপ ঘোষের অনুপস্থিতি এবং তার অভিমান, দলের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের অবনতির লক্ষণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে, দিলীপ ঘোষ খাগপুরের পরিবর্তে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র

থেকে প্রার্থী হন। ভোটো বিপর্যয়ের পর, দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল তাকে। দিলীপ ঘোষের মনোভাব স্পষ্ট যে, বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে, এবং এর প্রভাব দলের সামগ্রিক পরিবেশে পড়ছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দিলীপ ঘোষের এই অভিমান এবং বিজেপির মধ্যকার গোষ্ঠীকোন্দল দলের জন্য ভালাে লক্ষণ নয়। বিশেষত, যে সময়টা চলমান, তখন দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে একতা এবং সংগঠনের প্রতি দায়বদ্ধতা অপরিস্রব। দিলীপ ঘোষের মতো প্রভাবশালী নেতার এই অভিমান দলের ভেতরকার অস্থিরতা ও বিভাজনের লক্ষণ হতে পারে। বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোংদল এর আগে বহুবার সামনে এসেছে। দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বিজেপির এজেন্দা নেতাদের সম্পর্কের অবনতির প্রধান কারণ গোষ্ঠীকোন্দল, যা বিভিন্ন স্তরের নেতাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। একদিকে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং অন্যদিকে দিলীপ ঘোষ, এই দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক টানাপোনে চলছে। বিভিন্ন পদের জন্য

নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং পুরনো নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণে দলের মধ্যে বিভাজন গভীরতর হয়েছে। এদিকে, দিলীপ ঘোষের মত অভিজ্ঞ নেতা দলের সম্পর্কে বড় আশীর্বাদ হতে পারতেন, যদি তাকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হতো এবং তার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। তবে, দলের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তার সঙ্গে দলের সম্পর্কের অবনতির কারণে, বিজেপির ভবি্যত রাজ্য রাজনৈতিক চিত্রে বিভক্তির ছাপ স্পষ্ট হতে পারে। বিশেষত, ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে, যেখানে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি করতে চায়, সেখানে একাধিক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করবে দলের কর্মসূচির সফলতা। সার্বিকভাবে, দিলীপ ঘোষের এই অভিমান এবং দলের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া গোষ্ঠীকোন্দল, বঙ্গ বিজেপির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, যদি দলের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলো আরও মচকায়, তবে তা দলের সামগ্রিক কৌশলে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

বরানগরের বয়স্কা মহিলার মন্দিরে মন্দিরে চুরি, রেইকির আড়ালে সোনা-রুপোর গয়না উধাও

চিত্তজিৎ দত্ত, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ কলকাতার বেহালা ও বরানগর এলাকায় মন্দির চুরির এক অভূত কাণ্ড ধরা পড়েছে। অভিযুক্ত বয়স্কা মহিলা কৃষ্ণা মাইতি, যিনি মণিদের ঢোকার সময় রেইকির ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। তার হাত ধরে প্রতিমার কাছে ভক্তি তান করলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সোনা, রুপোর গয়না চুরি করা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কৃষ্ণা মাইতির বয়স ৫৬ বছর। তিনি বরানগরের বাসিন্দা হলেও নিয়মিত কলকাতা ও তার আশেপাশের জেলার বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরে বেড়াতেন। তার লক্ষ্য প্রতিমার দানি গয়না। বেহালার চণ্ডীতলা এলাকার সতীমতীর মন্দিরে পুলিশ জানিয়েছে, কৃষ্ণা পুজোর ডালা হাতে নিয়ে প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তি প্রদর্শন করছিলেন। ভক্তি ও প্রণামের আড়ালে প্রতিমার সোনার তিনটি হাত চুরি করে দ্রুত পালিয়ে যান

তিনি। পুলিশ আরও জানায়, কৃষ্ণা মাইতি আগে থেকে লক্ষ্য নির্ধারণ করতেন। মন্দির বা আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরা কোথায় আছে তা খতিয়ে দেখতেন। পুরোহিত ও অন্যান্য ভক্তদের নজরদারি যাচাই করেই তিনি ‘স্থান ফিল্ড’ করতেন। এই পদ্ধতিতেই বেহালার চণ্ডীতলা মন্দিরে তিনি ঢুকে চুরি করেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের নজরে আসতেই বেহালা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত শুরু করলে দ্রুত সিসিটিভি ফুটেজে কৃষ্ণাকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। পুলিশ জানাচ্ছে, আগে কলকাতা পুলিশের হাতে প্রেপ্তার হওয়ায় পরিচয় সনাক্ত করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়েছে। তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, কৃষ্ণা মাইতি শুধু চণ্ডীতলায় নয়, বরানগর ও পূর্বশ্রী এলাকায় ঘুরে ঘুরে একই কৌশলে মন্দির চুরি

করতেন। পুলিশ সূত্রের দাবি, জেরার মুখে তিনি স্বীকার করেছেন, সমস্ত চুরি করা সোনা, রুপোর সামগ্রী তিনি পোস্তায় বিক্রি করতেন। রুপোর হাতগুলি উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, কৃষ্ণা মাইতির ভক্তি ভান অত্যন্ত প্রকাণ্ড এবং প্রায় প্রায় অপ্রতিযোগ্য। হাতে পুজোর ডালা নিয়ে ঘন ঘন পরিভ্রমণ করতেন, যা দেখলে পুরোহিত এবং অন্যান্য ভক্তরা অচেতনভাবে স্থান খালি করতেন। এই যোগেই তিনি প্রতিমার কাছের দামি গয়না হাতিয়ে নিতেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, কৃষ্ণা মাইতি একাই এই চুরি করতেন। তার হাতে থাকা প্রতিটি কৌশল পরীক্ষা করে গোয়েন্দারা সব চুরির পদ্ধতি রেকর্ড করেছেন। তার ধরপকড়ের মতোই চুরি করতেন, যা বরানগর মন্দিরগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা

রবিবার পিএসসি ক্লার্কশিপ (পার্ট - ২) পরীক্ষার জন্য ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : পিএসসি (পার্ট - ২) পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য সুখবর! মেট্রো রেল ২০২৩ সালের পিএসসি ক্লার্কশিপ (পার্ট - ২) পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য ২৮.১২.২০২৫ (রবিবার) বিশেষ মেট্রো পরিষেবা পরিচালনা করতে চলেছে। ওই দিন ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনে সকাল ০৯.০০ ঘটিকার পরিবর্তে ০৮.০০ ঘটিকা থেকে মেট্রো পরিষেবা চালু হবে। ব্লু লাইনে, দক্ষিণেশ্বর, নোয়াপাড়া এবং শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে প্রথম পরিষেবা সন্ত ০৮.০০ ঘটিকায় পাওয়া যাবে। গ্রিন লাইনে, হাওড়া ময়দান এবং সপ্ট লেক সেক্টর ফাইভ থেকে প্রথম পরিষেবাগুলি যথাক্রমে ০৮.০০ ঘটিকা এবং ০৮.০২ ঘটিকায় শুরু হবে। ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনে শেষ পরিষেবার সময় অপরिवর্তিত থাকবে। ওই দিন হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত বিশেষ পরিষেবাটি যথারীতি ২২.০৫ ঘটিকায় পরিচালিত হবে। ২৮.১২.২০২৫ তারিখে, ব্লু লাইনে ১৩০টি পরিষেবার পরিবর্তে ১৬৮টি পরিষেবা (৮৪ টি আপ এবং ৮৪টি ডাউন) পরিচালিত হবে। গ্রিন লাইনে ১০৮টি পরিষেবার পরিবর্তে ১৩১টি পরিষেবা (৬৬টি আপ এবং ৬৫টি ডাউন) পরিচালিত হবে। ব্লু লাইনে, শুধুমাত্র ওই দিন ১৫.২০ ঘটিকা থেকে ১৯.২০ ঘটিকা পর্যন্ত ১০ মিনিটের ব্যবধানের পরিবর্তে ৮ মিনিটের ব্যবধানে পরিষেবা পাওয়া যাবে। গ্রিন লাইনে, শুধুমাত্র ওই দিন ১৬.০০ ঘটিকা থেকে ২০.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত ১৫ মিনিটের ব্যবধানে পরিবর্তে ১০ মিনিটের ব্যবধানে পরিষেবা পাওয়া যাবে। ওই দিন ইয়েলো লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা পাওয়া যাবে। ওই দিন পার্পল লাইন এবং রেঞ্জল লাইনে কোনো পরিষেবা পাওয়া যাবে না।

ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত, আলু ও সবজি ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৬ ডিসেম্বর : ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত। প্রতিদিন সন্ধ্যা নামলেই দল বেঁধে ফসলের ক্ষেতে ঢুকে ধান, আলু ও শীতকালীন সবজি নষ্ট করছে হাতির পাল। বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়গ্রাম রুকের মাণিকপাড়া বেলের রমনমা বিটের আখাঙ্গোল এলাকায় ১৩-১৪ টি হাতির একটি দল আলু ক্ষেতে তাণ্ডব চালায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাতির দলটি সাঁকরাইল রুকের দিক থেকে রেললাইন পার হয়ে মাণিকপাড়া রেল্জে প্রবেশ করে বিঘার পর বিঘা জমির আলু গাছ পেয়ে ও পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করে দেয়। এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ছেন আলু চাষীরা। আলুর পাশাপাশি শীতকালীন সবজিরও ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগ উঠেছে। কৃষকদের অভিযোগ, হাতির উপস্থিতির খবর বনদফতরকে জানানো হলেও দ্রুত হাতি তানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আগেও পাকা ধান তোলার সময় হাতির হানায় বড় ক্ষতি হয়েছিল বলে দাবি তাঁদের। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় বনদফতরের ক্ষতিপূরণ অপ্রতুল বলেও অভিযোগ ওঠে। যদিও বনদফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাতির পালকে ভূইভিত্তক করণের চেষ্টা করা হচ্ছে, তবে তারা ঘুরে ফিরে আবার এলাকায় ঢুকে পড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে আশা কর্মীদের আট দফা দাবি নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৬ ডিসেম্বর : এবার হুগলি জেলাতেও আশা কর্মীদের কর্ম বিরতি শুরু হল নানা দাবী দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন করলেন। আশা কর্মী ফেভারেশন শ্রুক্রবার দুপুরে চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে। জানা গেল দীর্ঘদিন ধরেই আশা কর্মীদের মনে তীব্র ক্ষোভ ছিল তারা চিকমত্যা বেতেন পালক কান্না তাদের বেতন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা তাও আবার ৪৫ বাত দেওয়া হতো। তারা সরকারকে বলে বলে কাজ হচ্ছিল না অবশেষে গতে বুধবার ২৬ ডিসেম্বর থেকে তারা কর্ম বিরতি শুরু করছেন। এবং সেই সঙ্গে শ্রুক্রবার দুপুরে চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করলেন কয়েক হাজার আশা কর্মীরা। এই আন্দোলনে শামিল হবেন তারা এখানে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে বক্তব্য রাখলেন তাদের আট দফা দাবি এই দাবি পূরণ না হলে এখন থেকে চলবে কর্মবিরতি যতক্ষণ না পূরণ হবে। দীর্ঘক্ষণ চলে এই অগেদোলন বিক্ষোভ আশা কর্মীদের বক্তব্য তাদের আট দফা দাবি অবসরের পর পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হবে তাদের বেতন। ১৫ হাজার টাকা করতে হবে তাদের বকেয়া ইনসেন্টিভ অবিলম্বে দিতে হবে সরকারের দেওয়া মোবাইল ফোন তারা এখানে পর্যন্ত গ্রহণ করেননি নানা মর্চেরে জন্য তাদের আরো বক্তব্য প্রথমে বলা হয়েছিল যে কাজ করতে হবে এখন সব রকম কাজ করানো হচ্ছে সেসব চলবে না। এছাড়া আরো বেশ কিছু দাবি নিয়ে তারা বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে নেমেছেন সঙ্গে চলছে কর্মবিরতি যতক্ষণ না পূরণ হবে চলবে। আন্দোলন কর্মবিরতি জানালেন আশা কর্মী ফেভারেশন।

ভিসা অফিসের পর সোনালী ব্যাঙ্ক, শিলিগুড়িতে আন্দোলনে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : শিলিগুড়িতে ভিসা অফিস বন্ধ করানোর পর এবার বাংলাদেশের সোনালী ব্যাঙ্ককে ঘিরে ফের আন্দোলনে নামল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। শ্রুক্রবার শিলিগুড়ির পানিট্যাকি মোড়ে অবস্থিত সোনালী ব্যাঙ্ক অভিযানের ডাক দেয় সংগঠনটি। পাকুড়তলা মোড় থেকে মিছিল শুরু করে মহামঞ্চের কর্মীরা পানিট্যাকি মোড়ে এসে পৌঁছন।ব্যাঙ্কের সামনে আগে থেকেই মোতায়েন ছিল বিশুল সংখ্যক পুলিশ। মিছিল ব্যাঙ্কের সামনে পৌঁছেতেই পরিস্থিতি উত্তণ্ড হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের কর্মীদের ধনু্যধন্ডি হয়। এরই মধ্যে পুলিশের সামনে বাংলাদেশের ইউএসসি সরকারের কুশপত্ৰ ল দাহ করেন আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ আরো অবস্থান নেয়। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও সভাপতি বিক্রমদাস মণ্ডল বলেন, আজ পুলিশ সোনালী ব্যাঙ্ককে নিরাপত্তা দিল। কিন্তু এভাবে আমরা খামব না। যতদিন না বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে, ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে। তিনি আরও দাবি করলেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রেও অবদান জানানো হয়েছে যাতে তাদেরওরকম সুবিধা-সুবিধা না দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে, যদিও কিছু সময়ের জন্য এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

শান্তিপুুরে রাস্তা ও লাইটের উদ্বোধন করলেন বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৬ ডিসেম্বর : নদীয়ার শান্তিপুুর রুকের, টাউনশিপ, নবলা, আরবাদী এক নম্বর এবং দু’নম্বর পঞ্চায়েত মোট চারটে পঞ্চায়েতে ৫২ লক্ষ টাকার ১৪ টি প্রকল্পে ছরটি রাস্তা, মিনি মাস্ট এবং হাই মাস্ট ১৯ টি লাইট শ্রুক্রবার উদ্বোধন করলেন রানাস্বাতি উত্তর-পশ্চিমের বিধায়ক পাৰ্শ্বনাথ চ্যাটাঙ্গী। শীতের দুপুরে উৎসবের গুহা গ্রামের মাঝে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী সদস্য। অর্পিতা বিশ্বাস স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। নায়নাননি রাজ্যার সহ এলাকার বিশিষ্টজনা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিন যাবত এই রাস্তা নির্মাণের কথা বলেও গুরুত্ব দেয়নি পঞ্চায়েত সহ এ রাজ্য সরকার কিন্তু বিধায়ক তার নিজস্ব তহবিল থেকে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে নির্মাণ করে দিলেন যেখানে কৃষকের তাদের মাঠ থেকে চাষের ফসল নিতে আসা এবং এলাকার মানুষজন পুকুরে যাতায়াত সহ নিতা চলা অন্তত গুরুত্বপূর্ণ পথ পেলেন এবার। পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী শাসক দলের বিধায়কের প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে বলেন আমাদের বিধায়ক উদ্বোধনের কাঁচি নিয়ে য়বর না অনোর রাস্তাও উদ্বোধন করে দেয় না। বিজেপি বিধায়ক পার্শ্বনাথ চ্যাটাঙ্গী জানান, ভোটেের দামামা ছাড়া আগেই মানুষের চাহিদার ১০০ শতাংশ পূরণ করলেন তিনি উসবের চেহারা প্রসঙ্গে তিনি বলেন জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের সাথে নিবিড় সংযোগ রাখাটাই দরকার সকল জনপ্রতিনিধিদের।

শেষবারের মত গ্রামের বাড়িতে এলেন জুয়েল

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৬ ডিসেম্বর : শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অগ্নগত চক বাহাদুরপুর গ্রামের বাড়িতে



শেষবারের মতো ফিরল ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে গণগ্রহাের নিহত শ্রমিক জুয়েল রানার দেহ। পরিবারের আর্থিক হাল ফেরানোর জন্য মাত্র দিন কয়েক আগে ওড়িশার সম্বলপুর জেলার শান্তিগিরে একটি আবাসন নির্মাণের কাজ করতে গিয়েছিল জুয়েল। তাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলার আরও কয়েকজন যুবক কাজ করতো। বুধবার রাতে ওড়িশার স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক জুয়েল এবং আরও কয়েকজনের কাছে তাঁদের আখার কার্ড এবং অন্যান্য পরিচয় পত্র দেখতে চায়। জুয়েল এবং

বাসিন্দারা। ঘটনায় গুরুতর আহত জুয়েল, পলাশ এবং আমির নাম তিন পরিযায়ী শ্রমিককে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই মৃত্যু হত জুয়েলের। পলাশ এবং আমির শেখ এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াছেন বলে জানা গেছে। জুয়েলের মৃত্যুর ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ওড়িশা পুলিশ এখনও পর্যন্ত ছ’জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ ওড়িশার হাসপাতালে জুয়েলের দেহের ময়নাতদন্ত হওয়ার পর রাতেই মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে তাঁর দেহ রওনা হয়ে যায়। শুক্রবার

ট্রাক পুনর্নবীকরণ কাজে রেকর্ড অগ্রগতি অর্জন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ২৬ ডিসেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পিকিউআরএস (প্লাসার’স কুইক রিলেয়িং সিস্টেম) ব্যবহার করে ১,০৩৬ ট্রাক মিটারের মেকানাইজড ট্রাক পুনর্নবীকরণে সবেচিচ সিঙ্গেল ডে আউটপুট–এর রেকর্ড করে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। এই সাফল্য হাই- আউটপুট মেকানাইজড ট্রাক স্থাপন প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, অস্টিমাইজড ট্র্যাফিক ব্লক এবং ইঞ্জিনারিং ও অপারেটিং বিভাগের সমন্বিত করা কাজের প্রতিফলন। বর্তমান ট্রাক পুনর্নবীকরণ কার্যসূচির অধীনে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনের এলাকায় মোট ২৯০.৮ কিলোমিটার ট্রাক পুনর্নবীকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে। ডিভিশনভিত্তিক অগ্রগতির মধ্যে কাটিহার ডিভিশনে ৫১.৩৩ কিমি, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ২৯.৭৭ কিমি, রঙিয়া ডিভিশনে ৭৫.১৯ কিমি, লামডিং ডিভিশনে ৪৪.৯৮ কিমি এবং তিনসুকীয়া ডিভিশনে ৬৯.৯৬ কিমি কাজ রয়েছে, যা পুরো জোনে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি একটি সুসংহত ও পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে। পিকিউআরএস (প্লাসার’স কুইক রিলেয়িং সিস্টেম)–এ সেক্ষে-প্রপাল ড ড্রেন থাকে এবং এটি আকারে ছোট, যার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমা। এই সিস্টেমটি নতুন ট্রাক নির্মাণ করার পাশাপাশি বিদ্যমান ট্র্যাক পরিকাঠামোর



সময়ের ট্রাফিক ব্লকের মধ্যেই দীর্ঘতর ট্রাকের অংশ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়। এই সিস্টেমটি পুরানো রেল পিকিউআরএস ব্যবস্থা ব্যবহারের ফলে রেল প্যানেলগুলো যথেষ্ট কম সময়ে প্রতিস্থাপন করা যায়, যার ফলে কম

নতুন ব্যবস্থা, হোয়াটসঅ্যাপে জানাতে পারবেন অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ২৬ ডিসেম্বর : শীতের মরশুমে বড়দিন ও নববর্ষ উদ্‌যাপনে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় পর্যটন কেন্দ্র দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর ও শংকরপুরে পর্যটকদের ভিড় লক্ষনীয়। এই পর্যটকরাই মৌসুমে নিরাপত্তা ও সূষ্ঠা পরিবেশ নিশ্চিত করতে নতুন একটি পরিষেবা চালু করেছে কাঁথি পুলিশ। এখন থেকে পর্যটকরা থানায় না গিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সহজেই অভিযোগ জানাতে পারবেন। কাঁথি জেলা পুলিশের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে হোয়টিসঅ্যাপ নম্বর ৭০৪৭৯৮৯৮০০, যেখানে পর্যটকরা হোটেলের অতিরিক্ত ভাড়া, শ্রীলতাহানি, কট্টপূজা বা অন্য যে কোনো অভিযোগ সরাসরি পাঠাতে পারবেন। অভিযোগ পাঠানোর সময় লাইভ লোকেশন, ভিডিও বা অডিও ফাইলও যুক্ত করা যাবে। পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অপরাধ বা অসুবিধার প্রতিকার নিশ্চিত করবে। শুক্রবার দিঘার জগন্নাথ মন্দির পুলিশ

ফাঁড়িতে সাংবাদিক নৈঠক করে এই তথ্য জানান কাঁথি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে। উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও দিবাকর দাস ও ডিএসপি আবনুর হোসেন। পুলিশ সুপার জানান, আমরা পরিবার নিয়ে কোথাও ঘুরতে গেলে, না চাইতেও অনেক সময় বিভিন্ন অসুবিধার মুখে পড়ি। তখন অভিযোগ জানানোর জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। এবার থেকে দিঘা, মন্দারমণি-সহ পর্যটন কেন্দ্রে আসা পর্যটকরা কোনও সমস্যা পড়লে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, এই সময়ে প্রচুর পর্যটক এখানে ঘুরতে আসেন। এবারও অনেক পর্যটক আসবেন। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য এই পরিষেবা চালু করা হল। অভিযোগকারী হোয়াটসঅ্যাপে লাইভ লোকেশন, ভিডিও, অডিও শোয়ার করতে পারবেন। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর-সহ ব্যানার লাগানো হচ্ছে। লিস্লেট বিলি করা

হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, কেউ যদি ভুল্মে অভিযোগ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুলিশ সুপার সতর্ক করেছেন, ভুল বা প্রত্যাতি অভিযোগ কাউকে যাতে অন্যা্য সুবিধা না দেয়, তা নিশ্চিত করা হবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও তরফে, জেনারেল ম্যানেজার (ইউপিও) ১, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ভেজ ষ্ট্রিক, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: টেডার নং: রিআর-ইউসিউই-এইউ-আরএসসি-১৫-২৬-২৩; কাজের বিবরণ: "৳টি আদ্রা ডিভিশন"- ২৫ টি আয়ক্সেল লোডের মালবাহী ট্রেন ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে চালানোর জন্য বিদ্যমান সেতুগুলোকে কমপ্যজিট পাঠার/থ্যালোস্টে ডেকে রূপান্তর করা (৯৩-৬ মিটার) - ৭টি থ্যালোস্ট্রে সেতুদের রিজ নং ৫৭৬ ডিউজ (৪ x ১৮.৩ মিটার) (গো বেকারো), ১টি সি-টিকোইলিয়া (গো বেকারো), ১টি সি-৬৩ ডিউজ (৫ x ১৮.৩ মিটার) ১৯ ডিউজ (১ x ১৮.৩ মি) এবং ৬৯ ডিউজ (১ x ১৮.৩ মি) (থ্যালগিয়া-বেলারো টিল সিটি সেকশনের রিজ নং ১৯ (১ x ৬.১ মিটার + ৫ x ১৮.৩ মিটার) এবং রিজ নং ৩১ (১ x ১৮.৩ মিটার) ই) আদ্রা - গোমো সেকশনের রিজ নং ৪৪৩ আদ্রা (১ x ৬.৩ মি + ১ x ১২.২মি + ১ x ১৮.৩মি); টেডারের মূল্য: ₹ ৫০,৯৯,৮৮,৩৪৮.৯৮; ব্যাংকায় মূল্য: ₹ ২৭,০০,০০০.০০; টেডার নথির মূল্য: নূন্য; টেডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ০০.০১.২০২৬ তারিখে ১১:০০ তারি; কাজ সম্পন্ন করার সময়কাল: ১৮ (আঠো) মাস; আইডি নম্বর/তারিখ: টেন্ডারের সূচনা বিজ্ঞপ্তি জারিত করা হবে। এই টেন্ডারের অধীনে সম্পর্কে অর্থাৎ এই অনুকোনে বিড জমা দেওয়ার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন। ই-এ কাজের কাজ কোনো ফিজিক্যাল/ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। (PR-999)

ক্রিসমাসে ১৯১ জন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : ক্রিসমাস উপলক্ষে শরৎগুড়ে উৎসবের আবহ থাকলেও আইনশৃঙ্খলা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ। ক্রিসমাসের দিন বিভিন্ন অভিযানে মোট ১৯১ জনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ম ভাঙার অভিযোগে শতাধিক চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, ট্রাফিক অধিদপ্তর লম্বনের অভিযোগে মোট ৪১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে বইক দু’জনের বেশি যাত্রোই বহনের অভিযোগে ২২ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিনা হেলমেটে গাড়ি চালানোর জন্য ১০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণহীন ও বেপরোয়া গতিতে বাইক চালানোর অভিযোগে ৮১ জনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখজনকভাবে মাদ্য অবসায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে ৭৭ জনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ।

ক্রম নং	টেডার নং.	কাজের বিবরণ	সংকিঞ্চিত বিবরণ	পরিমাণ	ইউএডি
১	৪৬৯৫০০৩৪	১৩/০১/২৬	৬৫ বর্গ মিথি আন-ইনসুলেটেড ক্যাভিম্যাক কপার ক্যাটোনারি তার সরবরাহের জন্য রানিং চুক্তি	২০০ এমটি	১০,০০,০০০/-
২	৪৬৯৫০০৩৬	১৫/০১/২৬	১৫০ বর্গ মিথি হার্ড ড্রাফ্ট স্ট্যান্ডার্ড কপার ক্রয় ফিডার তার সরবরাহের জন্য রানিং চুক্তি।	৪০ এমটি।	৭,২০,৭১০/-
৩	৪৬৯৫০০৪৫	১৫/০১/২৬	সলিড হার্ড ড্রাফ্ট কপার তার, ৫ মিথি ব্যাং [হোটে প্রপার]।	১০ এমটি।	৭,৪৯,৯৫০/-
৪	১৬৯৫০০১৪	১২/০১/২৬	৬৬ বর্গ মিথি ওভারহোলিং-এর জন্য কাঠাভালুক পেম্পারসের সোর্সে।	১০ সেট।	১,৭৭,৯৪০/-
৫	১১৯৫০০০২	১৩/০১/২৬	ইলেকট্রাইজি নিম্নি এরার সেকশনের ৬৬ বর্গিক নির্মাণের সার্ভিস।	১২ সেট।	১,১৬,৩৭০/-
৬	৩৮৯৫০০০৮ এ	২৭/০১/২৬	বিক-এরএএএসএল-এর আনান প্রকৃতিত জন্য হে-টাইপ কম্পোজিট রেকর্ড করা	১৫,০০০ টি।	৭,৭৩,৭৩০/-
৭	৬৫৯৫০০০৩	২৩/০১/২৬	এলএইবি এবং অসাইজক্লিট ড্রাগপারের জন্য শাফারভারি টেস্টিং সেশন, ০৬ টিপস। (জিইউসি: ৩০/২৬/২০২৫ ১১:০০ টায়, পিকিউআরএস (প্লাসার’স কুইক রিলেয়িং সিস্টেম)৮-৪৩)	০২টি।	১,৬৫,১০০/-
৮	১৯৯৫০১৩৪	৩০/১২/২৫	পিক-এরএএএসএল-এর আনান প্রকৃতিত জন্য হে-টাইপ কম্পোজিট রেকর্ড করা	৭২ সেট।	১,৪৫,৪৪০/-
৯	১৯৯৫৪৬৩৮	১২/০১/২৬	ডায়াক্সন এবং ওইং-এর ১৩০ সেট।	২০০সেট।	১,৮৪,৬৯০/-
১০	১৯৯৫৪৮৫৫	২৭/০১/২৬	ওয়াইথিং তার (৳টি), একসাইট ৬৬ বর্গিক	৩,০০০ সেট।	১,০৯,১২০/-
১১	১৯৯৫০০০৮	১৮/০১/২৬	সেমিগন্ড স্টেটসি আ্যসেসফিলি প্রকৃতি উপাদানসহ।	৪৮ সেট।	১,৫৪,৮৭০/-

আইডি নম্বর/তারিখ টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ বিস্তারিতভাবে জারায় জমা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন এবং অন্যান্য নির্দেশের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো ব্যবহারেই এই আইনউপলব্ধ করা ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সবেমাত্র দরদাতারা অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত কোনো সংশোধনীয় জন্য নির্মাণিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখার জন্য অনুমোদিত করা হচ্ছে। (PR-1001)

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রমাণিত রেল পরিষেবা

রাজ্যে কাজ করতে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে বাংলায় কথা বলাটাই দাঁড়াচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে	Billagram Gram Panchayat Belari, Purba Bardhaman Ausgram-I Panchayat Samity
ই-টেডার নোটস নং. এমসি/এসসি/শ্বেটেকস্ট্রো/২৫ তারিখ ১৫.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাজিহার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য "টি প্যাকক সিস্টেম"-এর মাধ্যমে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সম্ভবতাসম্পন্ন স্বনামধন্য ঠিকাদারদের থেকে সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে- কাজের নাম/বিবরণঃ এলএইবি এসি এবং নন এসি কোচ, অন্যান্য এসি এবং নন এসি কোচ, ইলপেকশন মাদ্রাস, পাশ্চি তার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক পেস্ট ও রিপেট কন্ট্রোল এবং শিয়ালদহ ও চিৎপুর বিভাগে দিন বধর ধরে পিট লাইন/হাটের পেস্ট ও রপেট কন্ট্রোলের ব্যবস্থা; টেডার মূল্য (সিকার) ঃ ₹ ৪,৬৫,৮০,১১৩.৩৪; হায়ালা অর্থ (টাকার) ঃ ₹ ৩,৮২,৯০০.০০; টুক্তির মোদার (বছর) ঃ ০৩ বছর; টেডার নথির মূল্য (সিকার) ঃ শূন্য; টেডার গুরুতর তারিখ ঃ ২৪.১২.২০২৫। টেডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০০.০১.২০২৬ দুপুর ৩টা; টেডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৭.০১.২০২৬ দুপুর ৩টা; ই-টেডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতার মাদ্রাস সহ টেডার নথি www.ireps.gov.in (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা এবং ডাউনলোড করা যাবে পারে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। SDAH-324/2025-26 টেডার বিজ্ঞপ্তি গুরুত্বপূর্ণ www.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ পরোয়া যাবে।	Notice Inviting e-Tender/NIT No. 367/2025-26, SL No-1 to 2, Date: 24.12.2025 Invites e-tender for the work: Installation of Purified drinking water system at 2(Two) different places. Date of Opening of Financial proposal(online): 27/01/2026 at 12.00pm. For details visit http://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan Jamtora Gram Panchayat Chhatna: Bankura	Sd/- Prodhان Billagram Gram Panchayat
আমাদের অফিস কল: ☎️ Eastern Railway Eastern Railway Headquarter	ব্রজরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে মুদুনিয়া, গুন্ডাথ, ইন্দপুর, বাঁকুড়া স্বাক্ষর সংখ্যা-৮০৭/ব্রজ, তারিখ-২৪।১২।২০২৫ বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা ব্রজরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনসাধারণকে জানানো যায় যে, অত্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তেঁতুদিয়া, কুর্ণা ও গুন্ডাথ মৌজার BBC কানোলে পাড়ের দুটি পাত ও SBC কানোলে পাড়ের একটি পাত (উত্তর পাত) তৎসহ IMC পাড়ের চলতি মরসুমের আম বাগানের উপপাত্তি সমাক রফ নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। নিলামে যেক্ষক ব্যক্তিগণকে সচিত্র পরিচয় পর সহ (আধার কার্ড / ভোটার কার্ড) আদায়ী ০৮.০১.২০২৬ তারিখে (বৃহস্পতিবার) দুপুর ১২ টার সময় অত্র গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে নিচে উল্লিখিত থাকিয়া অত্র প্রহসের জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

NIQ, Govt. of West Bengal	DAINHAT MUNICIPALITY
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DFB, Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:Name of Work: 1. Temporary IT infrastructural work at Durgapur Circuit house, Paschim Bardhaman in connection with VIPV visit on & from 29.12.25 to 30.12.2025. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/ BIT/NIQ-72 of 2025-26. Last date of submission of Quotation: 28.12.2025 up to 10:00 AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (https://www.pwdwb.in) Sd/- EE Bidhannagar IT Division, PWD	For Details of floated e-tender against the Development work under E-NIT no- 50/DM/ENGG/APAS/ 2025-2026 DATE-25/12/2025 For Details Visit: http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in Office ph no 7478003845 Sd/- Chairman Dainhat Municipality
Office of the Block Development Officer Suti-I Development Block Tender Notice Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 09/APAS/2025/Dev.(3 rd Call), Date: 26.12.2025 under APAS, vide Memo No: 5009/40/APAS/Eng./Dev., Dated: 26.12.2025, Total No. of Scheme 15 (Fifteen) nos. Last date of Application: 03.01.2026 upto 5.00 pm. Details visit the web site https://tenders.wb.gov.in All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block. Sd/- Block Development Officer Suti-I Dev. Block, Ahiran Murshidabad	PUBLIC NOTICE This is to inform all customers that the Appellate Authority of Hathway Cable and Datacom Limited (Internet Services) has been changed, effective January 04, 2026. New Appellate Authority Name: Mr. Abishak Murgesan Indrani Working Days: Monday to Friday (9.30 a.m. to 5.30 p.m.) Contact Numbers: 080 6515 9525 / 080 4447 9525 Email: appellate@hathway.net IMPORTANT NOTE An appeal before the Appellate Authority may be submitted only if the customer is not satisfied with the grievance redressal provided by Customer Care at the first level. Customers must quote the complaint docket number while submitting the appeal. CUSTOMER CARE DETAILS 24x7 Customer Care Numbers: 080 6515 9555 / 080 4447 9555 1800 449 3114 (Toll Free) Email: helpdesk@hathway.net For web-based complaints, please visit: https://spselfcare.hathway.net/login <i>hathway</i> <i>Premium Broadband</i>

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
P.O.- Ramjibonpur :: Dist.- Paschim Medinipur::Pin Code- 721242
NOTICE INVITING e-Tender (2nd Call)
NleT No. : 12(2nd Call) Dated: 26.12.2025
The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for Installation of street light near Ghanapukur at Booth No. 74 in Ward No. 01 of Ramjibonpur Municipality under APAS Scheme through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders.
Tender Ref.

চোট কাটিয়ে নিউজিল্যান্ড বিপক্ষে নীল জার্সিতে খেলবেন শ্রেয়স আইয়ার

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বরঃ দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ব্যাট হাতে ফেরার পথে শ্রেয়স আইয়ার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গত ওয়ানডে সিরিজে ভয়াবহ চোটের পর প্রায় দু’মাস কেটে গিয়েছে। সেই সময় থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন ভারতীয় দলের এই নির্ভরযোগ্য ব্যাটসাঁ। তবে সুখবর, সুস্থ হয়ে উঠে ব্যাটিং শুরু করেছেন তিনি। সিডনিতে আলেক্স ক্যারির ক্যাচ নিতে গিয়ে গ্লীহায় গুরুতর চোট পান শ্রেয়স। ফিল্ডিংয়ের সময় পাঁজরে সেই আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে, দ্রুত চিকিৎসা না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। প্রায় তিন দিন চিকিৎসায়ীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। চোটের পর দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে শ্রেয়সকে। খেলতে পারেননি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি, বাদ পড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকেও। মাসখানেক আগে শুরু হয় তাঁর রিহাব প্রক্রিয়া। ধীরে ধীরে ফিটনেসে ফেরার পথে এবার ব্যাটিং অনুশীলনও শুরু করে দিলেন মুম্বইয়ের এই ক্রিকেটার। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম ও সেন্টার অফ এঙ্গেলেঙ্গের নির্দেশ মেনেই ব্যাট হাতে নেমেছেন শ্রেয়স। খুব শীঘ্রই তিনি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এঙ্গেলেঙ্গে যাবেন, যেখানে আরও নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে তাঁকে। ব্যাটিং করার সময় আপাতত কোনও অস্বস্তি বা সমস্যার কথা জানাননি শ্রেয়স, যা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে স্বস্তির খবর। কবে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরবেন শ্রেয়স, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে বোর্ড কর্তাদের ধারণা, সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগামী জানুয়ারির ওয়ানডে সিরিজেই নীল জার্সিতে ফিরতে পারেন তিনি। তার আগে সম্ভব হলে বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে কয়েকটি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনাও রয়েছে। বোর্ড সূত্রের খবর, ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করলেই জাতীয় দলে ফেরার ছাড়পত্র পাবেন শ্রেয়স। তবে তাড়াত্বিতে কবতে নারাজ বোর্ড। শ্রেয়সের চোট ছিল অত্যন্ত গুরুতর, তাই সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ঝুঁকি নিতে চায় না বিসিসিআই। সতর্কতার সঙ্গেই এগোতে চিহ্নছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সব মিলিয়ে, ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য আশার আলো, শ্রেয়স অস্থির। সুস্থতার পথে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, কবে মাঠে দেখা যাবে তাঁকে।

পুনরায় বৈঠকের আগে ফেডারেশনে চিঠি ক্লাব জোটের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বরঃ গত বছর পর্যন্ত এই সময় জোরকদমে চালু থাকত ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। তবে এবার একেবারেই ভিন্ন পরিস্থিতি। ক্লাব গুলির সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করে ও এখনও পর্যন্ত সমাধান সূত্র খুঁজে আনতে পারেনি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। গত শনিবার বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়েছিল সর্বভারতীয় ফেডারেশনের। সেখানেই জানানো হয়েছিল যে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ পরিচালনার কথা মাথায় রেখে গঠিত হবে তিন সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি। যেখানে উদ্যোগফের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি গুরুত্ব পাবে টুর্নামেন্টের সমস্ত প্রেক্ষাপট। এই কমিটির রিপোর্টের মধ্যে দিয়েই এবার নির্ভর করছে টুর্নামেন্টের ফরম্যাট। সেই অনুযায়ী চলতি মাসের এই চলতি সপ্তাহের প্রথম দিন থেকেই নিজেদের কাঙ্খ শুরু করেছে সেই সমন্বয় কমিটি। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি ২০২৫ সালের শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত আলোচনা পর্ব মিটিয়ে আগামী ২রা জানুয়ারির মধ্যে সামনে আসার কথা রিপোর্ট। তবে নিজেরের খসড়া নিয়েই গত কয়েকদিন আগে ক্লাব গুলির সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। যেখানে টুর্নামেন্টের ফরম্যাটের পাশাপাশি সম্প্রচার মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আর্থিক পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়। তারপর আজ ফের বৈঠকে বসতে চলেছে ফেডারেশন ও ক্লাব গুলির সম্মিলিত কমিটি। তবে সেই বৈঠকের আগে ফেডারেশনকে বিশেষ চিঠি পাঠানো হয় ক্লাব জোটের প্রতিনিধি বিনয় চৌপাড়ার তরফে। যেখানে আইএসএল নিয়ে আলোচনার জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানানো হয় ক্লাব গুলির তরফে। পাশাপাশি সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়, “আমরা বুঝতে পারছি যে এআইএফএফ ২৬শে ডিসেম্বর নির্ধারিত



খুশি হব। যার মধ্যে রয়েছে প্রস্তাবিত রাজস্ব মডেল, সম্প্রচার ব্যবস্থা, স্বল্প মেয়াদের জন্য ব্যয় কাটামোর একটি স্পষ্ট চিত্র, যার মধ্যে এই ব্যয়গুলো কীভাবে বরাদ্দ করা হবে এবং কে তা বহন করবে সে সম্পর্কে স্পষ্টতা থাকা প্রয়োজন। এই বিবরণগুলো পাওয়া গেলে, আমরা সেগুলো পর্যালোচনা করতে এবং বৃহত্তর আইএসএল ক্লাব গোষ্ঠীর সাথে আরও আলোচনায় অংশ নিতে আরও ভালোভাবে সক্ষম হব। আমরা আরও বিনীতভাবে পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, ক্লাবগুলো উপরের বিস্তারিত তথ্য সাপেক্ষে স্বল্পমেয়াদী লিগে অংশগ্রহণের বিষয়ে ইতিবাচক, এবং একই সাথে এটি একটি স্পষ্ট দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, বিচ্ছিন্নভাবে এর কাছে যাওয়া উচিত নয়। আপনারা যে ধারাবাহিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তার জন্য আবারও ধন্যবাদ।” অন্যদিকে

বিশ্বকাপের পর অবসর এই ভারতীয় তারকাদের! জল্পনা ক্রিকেটমহলে

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বরঃ ২০২৬ সালে সামনে রেখে ভারতীয় ক্রিকেটে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। বিশেষ করে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং আইপিএল শেষ হওয়ার পর একাধিক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারেন বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২০২৫ সালে ১০ জনের বেশি ভারতীয় ক্রিকেটার অবসর নেওয়ার, আগামী বছর আরও বড় নামের অবসর ঘোষণার সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। সবচেয়ে আলোচিত নাম ভারতীয় তারকা ফাস্ট বোলার জসপ্রীত বুমরাহ। ফিট ফরম্যাটেই জাতীয় দলের অধিচ্ছোভা অংশ হলও, দীর্ঘদিনের কান্ধের চাপ ও ফিটনেস বাবস্হপনার কথা মাথায় রেখে তিনি ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন বলে

মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে নিজেকে আরও দীর্ঘ সময় কার্যকর



রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বুমরাহ। অন্যদিকে, অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ শামির ভবিষ্যৎ নিয়েও খোঁয়াশা কাটেনি। দীর্ঘদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ধারালেও ঘরোয়া ক্রিকেটে তার পারফরম্যান্স নজরকাড়া। তবে বয়স

জল্পনা চলছে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নেতৃত্ব পরিবর্তনের পর ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। রোহিত শর্মা'র পর দায়িত্ব নিয়ে তিনি ২০২৫ সালের এশিয়া কাপে দলকে সাফল্য এনে দেন। আসন্ন ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তার নেতৃত্বেই খেলবে ভারত। তবে সূত্রের খবর, বয়স ও ফিটনেসের কথা বিবেচনা করে বিশ্বকাপের পর সূর্যকুমার ও টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সব মিলিয়ে, ২০২৬ সাল ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হতে চলেছে। একাধিক অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের বিদ্যেে জাতীয় দলে নতুন মুখ, নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন কৌশলের পথ আরও প্রশস্ত হবে বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। এখন দেখার, জল্পনা কতটা বাস্তব রূপ নেয়।

৩৫ পেরোনা এবং একাধিক শারীরিক সমস্যার কারণে ২০২৬ সালেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করতে পারেন বলে

থাকতে চাইবেন না। কিন্তু গোলকিপারদের তো

উপায় নেই। তাদের যতটুকু নড়াচড়া, তার বেশির ভাগই পোস্টের সামনে, বড়জোর বক্সের ভেতরে। মেইল অনলাইন জানিয়েছে, যদি এই তালিকায় গোলকিপারদের রাখা হয় তাহলে সবার ওপরে থাকবেন নটিংহাম ফরেস্টের জন ডিষ্টার। কিন্তু গোলকিপারদের দৌড়ের গতি নিয়ে মাথা ঘামায় কে! ফুটবল খেলায় গোলকিপারের দৌড়ের গতির প্রয়োজনীয়তা কতখানি- তা নিয়েও বিতর্ক দৌড়ের গতি দিয়ে মাথা ঘামায় কে! ফুটবল খেলায় গোলকিপারের দৌড়ের গতির প্রয়োজনীয়তা কতখানি- তা নিয়েও বিতর্ক দৌড়ের গতি দেখানোর সুযোগ পাওয়ার কথা নয়। মেইল অনলাইন জানিয়েছে, এবারের মরসুমে সবচেয়ে ধীরগতির খেলোয়াড়দের তালিকা করা হয়েছে। এই তালিকায় শীর্ষে থাকা খেলোয়াড়টি ব্রাইটনের মিডফিল্ডার জো নাইট। তার সর্বোচ্চ গতি (ঘণ্টায়) ১২.৪৭ মাইল (২০ কিলোমিটার)। যেটা প্রিমিয়ার লিগে এবারের মরসুমে এখন পর্যন্ত কোনো খেলোয়াড়ের সবচেয়ে ধীরগতিতে দৌড়ানোর রেকর্ড। কিন্তু নাইটের ক্ষেত্রেও একটি সমস্যা আছে। ২০ বছর বয়সী এ ফুটবলার ব্রাইটনের হয়ে এবার মাঠে এক মিনিট খেলেছেন। এত অল্প সময়ের তাঁর দৌড়ের গতি দেখানোর সুযোগ পাওয়া যায় না। মেইল অনলাইন জানিয়েছে, এবারের মরসুমে সবচেয়ে ধীরগতির খেলোয়াড়দের তালিকায় শীর্ষ চারে থাকা খেলোয়াড়দের সবাই দুই মিনিটের বেশি খেলেননি। ঘণ্টায় ১২.৬৯ মাইল গতিতে (২০.৪ কিলোমিটার) গতিতে দৌড়ানো ব্রাইটন ইউইঙ্গার নেহেমিয়া ওরিওলা খেলেছেন এক মিনিট। টি-টোল প্যালেসের হয়ে কয়েক মিনিট খেলা স্ট্রাইকার ওদসোনে এয়াদার্কের গতি ঘণ্টায় ১৩.৭১ মাইল (২২.০ কিলোমিটার)। এভারটনের মিডফিল্ডার হায়রিন আর্মস্ট্রং (১৪.৭৮ মাইল/ ২৩.৭৮ কিলোমিটার) কয়েক মিনিট মাঠে ছিলেন। এই তালিকায় পাঁচে থাকা ব্রাইটনের সেন্টারব্যাক দিয়েগো কন্সল্লা মাঠে ছিলেন ১০৭ মিনিট। ইতালিয়ান এই ফুটবলারের সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় ১৪.৯৯ মাইল (২৪.১২ কিলোমিটার)। মোটামুটি বেশ কিছু সময় মাঠে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্যে আসলে কন্সল্লাই সবচেয়ে ধীরগতির।

বক্সিং-ডে’তে ‘বিরাট’ দাপট, গোল্ডেন ডাক রোহিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিজয় হাজারে ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনেই চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথী রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। প্রথম ম্যাচে দু’জনের ব্যাট থেকেই এসেছিল নজরকাড়া শতরানা। কিন্তু ঘরোয়া লিস্ট-এ টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে ছবিটা আর একরকম। একজন যেখানে আবারও রানের খাতা ভরালেন, অন্যজন সেখানে ফিরলেন হতাশা নিয়ে। বক্সিং-ডে’তে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে মুম্বইয়ের হয়ে ওপেন করতে নেমে গোল্ডেন ডাকের শিকার হলেন রোহিত শর্মা। সিকিমের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ৯৪ বলে ১৫৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলার পর এই বার্থতা স্বাভাবিকভাবেই নজর কাড়ে। ইনিংসের প্রথম ওভারের শেষ বলেই দেবেন্দ্র সিং বোরার বাউন্সার হুক করতে গিয়ে ডিপ ফাইন লেগে ক্যাচ তুলে দেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। আগের ম্যাচের মতোই তার ওপেনিং সঙ্গী ছিলেন তরুণ অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, কিন্তু শুকটাই আর রাঙানো হল না ‘হিটম্যান’-এর।

সময় মনে হচ্ছিল, প্রথম ম্যাচের মতোই আবার তিন অঙ্ক হোঁবেন কোহলি। কিন্তু বাঁ-হাতি স্পিনার বিশাল জয়সওয়ালের বলে স্ট্যাম্পড



ঝকঝকে ৭৭ রান করেন তিনি। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ধরলে শেষ পাঁচ ম্যাচে টানা অর্ধশতরান

হয়ে ইনিংস শেষ হয় তাঁর। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বুধবার অক্সর বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রায় দেড় দশক পর ঘরোয়া লিস্ট-এ ক্রিকেটে ফিরে

১০১ বলে ১৩১ রান করেছিলেন কোহলি। তার সেই ইনিংসের সৌজন্যে ২৯৯ রান তাজা করে ম্যাচ জেতে দিল্লি। একই দিনে সিকিমের বিরুদ্ধে রোহিতের ১৫৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে ২৬৭ রান তাজা করে জয় পায় মুম্বই। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচেই কোহলি ছুঁয়েছিলেন এক বিশেষ মাইলস্টোন। সচিন তেডুলকরের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে লিস্ট-এ ক্রিকেটে ১৬,০০০ রান পূর্ণ করেন তিনি। ২০২৭ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে থাকতে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত ম্যাচ প্র্যাকটিসে থাকার যে বার্থা বোর্ড দিয়েছে, সেই নির্দেশ মেনেই বিজয় হাজারে ট্রফিতে অংশগ্রহণ ‘রো-কো’র। তবে এই অংশগ্রহণ যে সীমিত, সেটাও স্পষ্ট। মুম্বই প্রথম দু’টি ম্যাচের জন্যই উল্লেখ্যভাবে রেখেছিল কোহলিকে। দ্বিতীয় ম্যাচ শেষে তাই প্রশ্ন উঠছে পরবর্তী ম্যাচগুলিতে কি আবার দেখা যাবে এই দুই তারকােকে, নাকি বিজয় হাজারেতে তাঁদের অধ্যায় আপাতত এখানেই শেষ?

‘কোয়াদ্রুপল’ জয়ের স্বপ্ন দেখছে আর্সেনাল

সবশেষ বড় ট্রফি জয়ের পর পেরিয়ে গেছে পাঁচ বছর। লিগ শিরোপার দেখা নেই ২১ বছরের বেশি সময়। এবার এক মরসুমেই চারটি ট্রফি জিততে চায় আর্সেনাল। মরসুমটা দুর্দান্ত শুরু করা দল এখন কোয়াদ্রুপল জয়ের স্বপ্ন দেখছে, বললেন ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবা।

লন্ডন, ২৬ ডিসেম্বরঃ ২০২৬ সালে ম্যানচেস্টার সিটিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে কমিউনিটি শিল্ড জয় করে আর্সেনাল। তবে সেটিকে তো আর উল্লেখযোগ্য ট্রফি ধরা হয় না। আর্সেনালের সবশেষ বড় ট্রফি তাই ২০২০ সালের এফএ কাপ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সবশেষ শিরোপার স্বাদ পেয়েছে তারা ২০০৬-০৪ মরসুমে। লিগ কাপে সবশেষ ট্রফির দেখা পেয়েছে ১৯৯২-৯৩ মরসুমে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ট্রফি এখনও অথরা। এবার এখনও পর্যন্ত চারটিস লড়াইয়েই আছে তারা। টানা তিন মরসুমে লিগে রানার্স আপ হওয়ার পর এবার ১৭ ম্যাচ শেষে পয়েন্ট তালিকায় তারা শীর্ষে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও তারা একমাত্র দল, ছয় ম্যাচের সবকটি যারা জিতেছে। লিগ কাপে তারা পৌঁছে গেছে সেমি-ফাইনালে। একত্র এক কাপের তৃতীয় রাউন্ডে আগামী মাসে লড়বে তারা পোর্টসমাউথের সঙ্গে। কোয়াদ্রুপল জয়ের সম্ভাবনা দেখেন কি না, এই প্রশ্নে সালিবা তাই চটপট জানিয়ে দিলেন নিজদের প্রত্যাশার কথা। “হ্যাঁ, অবশ্যই। কারণ আমরা জানি, যে প্রতিযোগিতাগুলোয় আমরা খেলছি, সবকটিই জিততে পারি। গত তিন মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে আমরা খুব কাছাকাছি গিয়েছি। গত মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ও লিগ কাপে সেমিতে খেলেছি। কাজেই আমরা জানি যে, সব টুর্নামেন্টেই জিততে পারি। তবে সেটা মাঠেই দেখাতে হবে এবং এখন আমাদের ট্রফি জয় করা শুরু করতে হবে।” চার



কাছাকাছি আমরা এবং গত মরসুম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ক্যারিয়ার শেষে যখন ট্রফি গুনব আমরা, লিগ কাপও তো সেখানে থাকবে। এখন মেহেতু সেমিতে উঠেছি, ট্রফি জয়ের সব চেষ্টাই আমরা করব। অন্য সব টুর্নামেন্টের মতোই।” তবে কাছাকাছি যাওয়া বা এগিয়ে থাকা মানেই যে ট্রফি

জয়ের নিশ্চয়তা নয়, তা ভালো করেই জানেন সালিবা। প্রিমিয়ার লিগে এবারের চেয়েও বেশি ব্যবধানে এগিয়ে থেকে আগে শিরোপা জিততে পারেনি তারা। ২৪ বছর বয়সী ফরাসি এই ডিফেন্ডার তাই বেশ সতর্ক। “দলের আবহ দারুণ। তবে আমরা এখনও কেবল ডিসেম্বর আই এবং ফুটবলে অনেক কিছুই খুব দ্রুত ঘটে যেতে পারে। আমাদেরকে মনোযোগী থাকতে হবে, আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে এবং নিজদের কাজ করে যেতে হবে। কারণ, দিনশেষে ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে পারাই গুরুত্বপূর্ণ, আগের কোনোকিছুর মূল্য খুব একটা নেই।”

‘আমার চোখে গুকেশ এখনও তরুণ-ই!’ ভারতীয় দাবাড়ুকে বাড়তি নম্বর দিতে নারাজ ম্যাগনাস কার্লসেন

সংবাদ সংস্থা, কাতার, ২৬ ডিসেম্বরঃ বয়স বাড়ছে। সংসার পেতেছেন। বাবা হয়েছেন। তবু দাবার বোর্ডে খিদে একটুও কমেনি। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন ম্যাগনাস কার্লসেন। সারম্ভে লক্ষ্য-বরশুমের শেষ বড় মঞ্চ, ফিটে একটাই-যে কোনও মূল্যে যেতাব জেতা। টুর্নামেন্টের আগে সাংবাদিকদের সামনে কূটনৈতিক ছলচাতুরির ভাষা নয়, কার্লসেনে সাফ কাছ জানিয়ে দিলেন, পরিবার কিংবা নতুন প্রজন্মের উত্থান-কেনও কিছুই তার জেতার মানসিকতায় একসল ছাপ ফেলেনি। মঞ্চে কার্লসেনের পাশেই বসেছিলেন ভারতের ক্লাসিক্যাল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দেশমারাডু গুকেশ। সেখানেই নরওয়ের তারকা দাবাড়ু বললেন, “স্বামী হওয়া, বাবা হওয়া-সব মিলিয়ে বহরটা দারুণ কেটেছে। তবে দাবার ক্ষেত্রে আমার স্ত্রী বা ছেলে এখনও বিশেষ সাহায্য করতে পারছে না। তাই বাবা হওয়া আমার দাবায় কিছু বদলায়নি। আমি এখানে জিততেই এসেছি।” পাঁচবার ক্লাসিক্যাল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, পাঁচটি র‍্যাণ্ডিড আর আটটি ব্লিটজ যেতাব-

পরিসংখ্যানই বলে দেয়, কেন এখনও কার্লসেনকে ফেভারিট ধরা হচ্ছে। গুকেশকে কি এখনও ‘ইয়ংস্টার’ ভাবেন? প্রশ্ন শুনেই কার্লসেনের হাসি। উত্তর আরও স্পষ্ট, “গুকেশ যখন জন্মায়, তখন আমি অন্তত বিশ্বেদ্র সেরা-৫০ খেলোয়াড় ছিলাম। আমার নজরে সে অবশ্যই তরুণ প্রতিভা!” নরওয়ে চেয়ে এ বছর গুকেশের কাছে হার-সেই ম্যাচ নিয়ে যতই আলোচনা হোক, কার্লসেনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তার মতে, তরুণদের বিরুদ্ধে খেলাটাই সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। কার্লসেনের কথায়, অভিজ্ঞ টপ প্রেয়ারদের বিরুদ্ধে খেললে অনেক কিছু আন্দাজ করা যায়। কিন্তু অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে তা নয়। ‘কয়েক মাস না খেললে বোঝাই যায় না, ওরা কতটা এগিয়েছে। শুধু ১৬-২২ বছরের প্রজন্ম নয়, তার থেকেও কম বয়সিরা হঠাৎ করে ভয়ংকর উন্নতি করছে। র‍্যাণ্ডিড-ব্লিটজে প্রায়ই দেখি, একবারে অচেনা কেউ উঠে আসছে।” স্পষ্ট স্বীকারোক্তি কার্লসেনের। যদিও এই অনিশ্চয়তাই তার কাছে চ্যালেঞ্জ, কোনওভাবেই ‘ভয়’ নয়।

অয়েল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড			
পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক			
ওআইডিবি ভবন, প্লট নং.-০২, সেক্টর-৭৩, নয়ডা-২০১৩০১			
Ref. No.: AD/47/2023-ADM			
১. উত্তর প্রদেশের নয়ডার সেক্টর ৭৩-এ অবস্থিত অয়েল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ওআইডিবি)-তে নিম্নলিখিত পদগুলি পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে যথাযথ চ্যানেলের মাধ্যমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছেঃ			
পদের নাম/পদ	পদের সংখ্যা	নিয়োগ পদ্ধতি	বয়সসীমা
অ্যাকাউন্টস অফিসার, স্তর-৪	০১*	প্রতিনিধিদল	আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখে বয়স ৫৬ বছরের বেশি নয়।
অ্যাকাউন্টসেন্ট, স্তর-৭	০১*		
সেকশন অফিসার, স্তর-৭	০১		
স্টেটোপ্রাফার গ্রেড-বি, স্তর-৭	০১		
অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্তর-৬	০১		
স্টেটোপ্রাফার গ্রেড-বি, স্তর-৬	০১		
ইউটিটি, স্তর-৪	০১		
*প্রত্যাশিত শূন্যপদ।			
২. এমপ্লয়মেন্ট নিউজে বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৪৫তম দিনের মধ্যে ওআইডিবি-তে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।			
৩. আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ওআইডিবি-র ওয়েবসাইট দেখুনঃ www.oildb.gov.in।			
৪. এই বিজ্ঞপ্তির একাধো সংশোধন/সংযোজন/বাতিলকরণ, যদি থাকে, তবে তা শুধুমাত্র ওআইডিবি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। তাই প্রার্থীদের নিয়মিত ওআইডিবি ওয়েবসাইটে তথ্যের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।			
ম্যানেজার (পিএন্ডএ) অয়েল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ০২০২৫৪৪৬৩২			
CBC 33113/12/0007/2526			